NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ গরীবের মুখ থেকে তাদের মাছ 'তেলাপিয়া' কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত

আইসক্রিম দোকানের ডিপ ফ্রিজ থেকে মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ৬

কলকাতা ২৩ জুলাই ২০২৪ ৭ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.7.2024, Vol.18, Issue No. 44 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ইস্তফায় নারাজ শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: সংসদে দাঁড়িয়ে নিটে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ কার্যত মেনে নিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তবে তাঁর দাবি, যে বেনিয়ম হয়েছে, সেটা অতি সামান্য এবং একটি মাত্র পরীক্ষাকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। যদি এটা নিয়ে জবাবদিহি করতেই হয়, তাহলে সেটা সার্বিকভাবে করতে হবে নরেন্দ্র মোদির সরকারকে।

সোমবার অধিবেশনের শুরুতেই নিট নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে ধরেন বিরোধীরা। একযোগে বিরোধীরা দাবি করেন, নিটে 'অনিয়মের' ফলে ২৪ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। লাগাতার প্রশ্নফাঁস রুখতে কেন্দ্র কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে জানতে চাওয়া হলে ধর্মেন্দ্র দাবি করেন, 'এনটিএ গঠন করার পর গত সাত বছরে কোনওরকম প্রশ্নফাঁসের কোনও প্রমাণ নেই। গত সাত বছরে দেশে ২৪০টি পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু কোনওটিতেই প্রশ্নফাঁস হয়নি। ৭০ তো দূর, একটিও না!'

বিস্তারিত দেশের পাতায়

বিহারকে 'বিশেষ মর্যাদার প্যাকেজ' নয়

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: জেডিইউ-এর দাবি সত্ত্বেও বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দিচ্ছে না কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকার বিহার-সহ দেশের অন্য অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলে অর্থ মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছিলেন নীতীশ কুমারের দলের সাংসদ রামপ্রীত মণ্ডল। অর্থ মন্ত্রকের তরফে অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধরি লিখিত জবাব দিয়ে জানিয়েছেন, বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই সিদ্ধান্তের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন মন্ত্রী। ঘটনাচক্রে, তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হওয়ার আগেই নির্মলা সীতারমণের মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে এসেছে। শাসক জোট এনডিএ-র শরিক জেডিইউ-এর দাবি পূরণ না হওয়ায় বিজেপি এবং নীতীশের দলকে কটাক্ষ করেছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডি।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

একই প্রশ্নের দু'টি সঠিক উত্তর!

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: একই প্রশ্নের দু'টি সঠিক উত্তর। ডাক্তারির স্নাতক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের একটি প্রশ্নকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। পদার্থবিদ্যার ওই প্রশ্ন নিয়ে বিশেষজ্ঞ দলকে মতামত জানানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার মধ্যে শীর্ষ আদালতে এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ দিল্লি আইআইটিকে বিশেষজ্ঞ দল বা এক্সপার্ট প্যানেল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে।

আজ কেন্দ্রীয় বাজেট

আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে বৃদ্ধির হারের আভাস দিলেন নির্মলা

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: বাজেটের আগে সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ লোকসভায় আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করলেন। সেই রিপোর্ট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'করোনা পরিস্থিতির পর একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল দেশের অর্থনীতি। তবে বর্তমানে দেশের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে।'

রিপোর্টে বলা হয়েছে, শেষ অর্থবর্ষে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৮.২ শতাংশ আশা করা হয়েছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) মুদ্রাস্ফীতির সূচক ৪.৫ শতাংশ স্থির করেছে। দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে।

আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় অর্থনীতি একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিকা করে অর্থনীতি এখন স্থিতিশীল।' সমীক্ষা পেশের সময় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'শেষ অর্থবর্ষের চারটি ত্রৈমাসিকের মধ্যে তিনটিতেই আর্থিক বৃদ্ধি ছিল ৮ শতাংশের বেশি। ২০২৩ এবং ২০২৪ অর্থবর্ষে উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আগামী বছরেও দেখা যাবে।'

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও সমীক্ষায় খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৩ অর্থবর্ষে এ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৬.৬ শতাংশ। ২০২৪ অর্থবর্ষে সেটা বেড়ে ৭.৫ শতাংশ হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে খাদ্য উৎপাদনে প্রভাব পড়েছিল। কৃষকেরা কৃষিকাজ করতে গিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি ২০২৩ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪ অর্থবর্ষে ১.৩ শতাংশ কমেছে। করোনার ধাক্কা সামলে এটাই খুচরো মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হার বলেও দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে।

রিপোর্টে বার্ষিক বেকারত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই হার আগামী অর্থবর্ষে কমতে পারে। করোনা পর্বের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মসংস্থান বেড়েছে। যা ভারতের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। মেয়েদের কাজ করার হারও বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এই হার ছিল ২৩.৩ শতাংশ। গত ছ'বছর সেই হার ক্রমাগত বেড়েছে। ২০২২-২৩ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৩৭ শতাংশে। বিশেষত, গ্রামের মহিলাদের কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে।

উপনির্বাচনে চার বিজয়ী প্রার্থীদের আজ শপথগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সদ্য সমাপ্ত চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের শপথগ্রহণ হবে আজ। বিধানসভা ভবনেই দুপুর একটায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। বিধানসভায় সোমবার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের পর অধ্যক্ষ নিজেই একথা জানিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ওই চার প্রার্থীর শপথ গ্রহণের জন্য রাজ্যপালের কাছ থেকে অনুমোদন চেয়েও এখনো মেলেনি। তাই তিনি নিজেই তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

বিধানসভা সূত্রে খবর, সোমবারও রাজভবন থেকে শপথগ্রহণ নিয়ে কোনও ইতিবাচক জবাব মেলেনি। সে কারণে, বিধানসভার রীতি মেনে মঙ্গলবার শপথ নেবেন রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী, রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণকল্যাণী, মানিকতলার বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে এবং বাগদার বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। ১৩ জুলাই উপনির্বাচনের ফলঘোষণা হয়েছে। বিধায়কদের শপথগ্রহণ করাতে রাজভবনে চিঠি পাঠিয়েছিল বিধানসভার সচিবালয়। কিন্তু বিধানসভার চিঠির জবাবে রাজভবন যে চিঠিটি বিধানসভার সচিবালয়কে পাঠিয়েছে, তাতে শপথগ্রহণ সংক্রান্ত কোনও দায়দায়িত্বের কথা বলা হয়নি। বদলে, দু'টি প্রশ্নের জবাব জানতে চেয়েছে রাজভবন। রাজভবন বিধানসভার কাছে জানতে চেয়েছে, গত উপনির্বাচনে জয়ী সায়ন্তিকা এবং রেয়াতের শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য রাজ্যপাল বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে রাজ্যপাল জানতে পেরেছেন, সায়ন্তিকা এবং রেয়াতকে শপথগ্রহণ করিয়েছেন স্পিকার বিমান। বিধানসভাকে দেওয়া চিঠিতে রাজভবনের প্রশ্ন, ওই খবর সত্যি কিনা তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, এবারের বিধানসভা অধিবেশনে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট -নিট পরীক্ষা, ও নতুন তিন ফৌজদারি আইন নিয়ে প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে বলে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন। রাজ্য তপসিলি জাতি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ পর্ষদ আইনের একটি সংশোধনীও অধিবেশনে আসছে। রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে। সদ্যপ্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ এবং কার্য উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পর দিনের মতো সভার কাজ মুলতুবি করে দেওয়া হয়। প্রথা মাফিক অধিবেশনের শুরুতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছিল তবে বিরোধীদের কেউ ওই বৈঠকে যোগদান করেনি।

'দলের হয়ে নয়, দেশের হয়ে ভাবুন'

বাজেট অধিবেশনের আগে হুঁশিয়ারি মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: বিরোধীদের অভিযোগে উত্তাল হতে পারে বাজেট অধিবেশন। বিশ্লেষকদের এই দাবির মধ্যেই সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, দলের হয়ে লড়াই নয়। এবার দেশের উন্নতির কথাই একমাত্র বিবেচ্য হওয়া উচিত রাজনৈতিক দলগুলোর। ইতিবাচক এবং সৃজনাত্মক বাজেট অধিবেশন হবে বলে তাঁর আশা। সেই সঙ্গে 'মোদি গ্যারান্টি'র স্মৃতি ফিরিয়ে তাঁর দাবি, দেশবাসীকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই এবার বাজেট পেশ করবে তাঁর সরকার। বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে মোদির বক্তব্য, কিছু দলের নেতিবাচক মানসিকতার কারণে সংসদে কাজ চলতে পারে না।

প্রথমবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই বাজেট অধিবেশনে থাকছেন মোদি। সোমবার সংসদে প্রবেশের আগে তাঁর ভাষণের অধিকাংশ সময়টাই গেল বিরোধীদের আক্রমণে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'রাজনৈতিক লড়াই বহু হল, আমজনতা তাঁদের রায় জানিয়ে দিয়েছেন। গত ৬০ বছরে এই প্রথমবার কোনও সরকার টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে বাজেট পেশ করতে চলেছে। দেশবাসীকে যে মোদি গ্যারান্টির কথা বলেছি, এবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে নতুন বাজেট।' প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, গত তিন বছরে প্রতিবার ৮ শতাংশ উন্নতি হয়েছে ভারতের অর্থনীতিতে।

তার পরেই বিরোধীদের বিঁধে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যেক সাংসদকে আমি এটাই বলতে চাই, জানুয়ারি মাস থেকে আমরা অনেক লড়াই করেছি। তবে এখন সব শেষ। তাই দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের জন্য নিজেকে নিবেদন করুন। এই গৌরবময় সংসদকে ঠিক ভাবে ব্যবহার করুন। সাড়ে চার বছর পরে আবার নাহয় রাজনৈতিক লড়াইয়ে ফিরবেন। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত দেশের যুবক-কৃষকদের উন্নতির চেষ্টা করুন।'

নিজের বক্তৃতার একেবারে শেষ পর্বে এসে বিরোধীদের সরাসরি আক্রমণ করেন মোদি। বলেন, 'আপনারা নিশ্চই দেখেছেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনে কিভাবে ১৪০ কোটি মানুষের নির্বাচিত সরকারের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। আড়াই ঘণ্টা ধরে প্রধানমন্ত্রীর মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মনে রাখতে হবে, দেশের মানুষ পার্টির জন্য নয় দেশের জন্য আমাদের নির্বাচিত করেছেন। সংসদটা কোনও দলের নয়, গোটা দেশের।' তবে বিশ্লেষকদের অনুমান, নানা ইস্যুতে সরকারকে কোণঠাসা করবে বিরোধীরা। শরিকদের থেকেও চাপ অনুভব করবে বিজেপি। সবমিলিয়ে বাজেট অধিবেশন উত্তাল হবে বলেই অনুমান।

সায়ন্তিকা ও রেয়াতের শপথগ্রহণের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে চিঠি রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বরাহনগর ও ভগবানগোলার বিধায়কদের শপথ গ্রহণের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ওই দুই বিধায়ককে সোমবার চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, বিধায়কের শপথগ্রহণের বিষয়ে রাজ্যপালের নির্দেশ পালন না করা, সংসদীয় পদ্ধতি এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। রাজ্যপালকে এড়িয়ে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষের শপথবাক্য পাঠ করানোর অধিকার নেই। এক্ষেত্রে কে তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেনের কাছে রাজ্যপাল তা কাছে জানতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যদি উপাধ্যক্ষ শপথবাক্য পাঠ না করান, তবে তা অসাংবিধানিক। সে ক্ষেত্রে বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিলে বা ভোটাভুটিতে অংশ নিলেন তাদের জরিমানা ও শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলে রাজ্যপাল চিঠিতে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বিধানসভার ভোটাভুটিতে অংশ নিলে কী শাস্তি হতে পারে তাও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। রাজ্যপাল বোস মোট ৩৭টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে দুই বিধায়কের ৫০০ টাকা জরিমানা হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে চিঠিতে। স্পিকারকে বিষয়টি জানাবেন বলে জানিয়েছেন সায়ন্তিকা। জয়ী সায়ন্তিকা এবং রেয়াতকে গত ৫ জুলাই শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও রাজ্যপাল বোস শপথবাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রসঙ্গত, দুই বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানোর পরে বিমান জানিয়েছিলেন, যে হেতু বিধানসভার অধিবেশন চালু আছে, তাই রাজ্যপালের চিঠি মান্যতা পেতে পারে না। রুলস অফ বিজনেসের ২ নম্বর অধ্যায়ের ৫ নম্বর ধারা মেনেই তিনি শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন সায়ন্তিকা-রেয়াতকে। এদিকে ওই দুই বিধায়ক এদিন রাজ্যপালের চিঠি নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন। অধ্যক্ষ তাদের আশ্বস্ত করেছেন বলে তারা জানিয়েছেন। অধ্যক্ষের নির্দেশমত বিধায়করা আজ থেকে নিয়মিত বিধায়ক সভার অধিবেশনে যোগ দেবেন।

আজ থেকে রাজ্যজুড়ে আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট, মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ থেকে রাজ্যজুড়ে টান পড়তে পারে আলুর জোগানে। বাড়তে পারে দামও। অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। যার জেরে আমজনতার মাথায় হাত। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আলুর দাম কমাতে ক্রমাগত সরকারি চাপে জেরবার তাঁরা। ভিনরাজ্যে রপ্তানিতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এসবের প্রতিবাদেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিলেন আলু ব্যবসায়ী সমিতি।

এদিকে, আলুর আকাশ ছোঁয়া দাম নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের ধর্মঘটের মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে বাজারে সুলভ দামে আলু বিক্রি করবে রাজ্য সরকার। সুফল বাংলা স্টলের পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে খোলাবাজারে আলু বিক্রি হলে আলুর দাম আরো কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আলু-সহ বিভিন্ন শাকসবজির দাম নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে বাজারে হানা দিচ্ছে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে গঠিত রাজ্য সরকারের টাস্ক ফোর্স। যার জেরে ইতিমধ্যেই বাজারে আলুর দাম কিছুটা কমেছে। অনেক জায়গাতেই খুচরো বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে ৩৫ থেকে ৩৮ টাকা কেজি দরে। সুফল বাংলা স্টলে বাজার মূল্যের থেকেও ৮ থেকে ১০ টাকা কমে আলু পাওয়া যাচ্ছে। তবে সুফল বাংলা স্টলের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে এই কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর নবান্ন সূত্রে।

জানা গিয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলি এবার চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি আলুর বন্ড কিনবে। তারপর তারাই চাষিদের কাছ থেকে আলু সংগ্রহ করে এলাকায় এলাকায় স্টল খুলে তা বিক্রি করবে। জোগান বাড়লে বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা করছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে এই ব্যবস্থা চালু হলে আগামী দিনে অস্বাভাবিকভাবে আলুর দাম বাড়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সপ্তমে চড়েছে আলুর দাম। রাজ্য সরকারের একাধিক নির্দেশিকা জারি, কড়া পদক্ষেপের পরও খুব বেশি লাভ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ নির্দেশ ছিল, রাজ্যের চাহিদা পূরণ ও দাম নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি চলবে না। রপ্তানি বন্ধে কড়া নজর রাখতে বিভিন্ন সীমানায় কড়া পাহারা বসেছে। যা নিয়ে ঘোর আপত্তি আলু ব্যবসায়ীদের।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরও বাংলাদেশে জারি কোটা আন্দোলন

ঢাকা, ২২ জুলাই: কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে গত কয়েক দিনে উত্তাল হয়েছে বাংলাদেশ। হিংসা ঠেকাতে সেনা নেমেছে ঢাকার রাস্তায়। নামানো হয়েছে ট্যাঙ্ক। জারি হয়েছে কার্ফু। সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে খবর, কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালীন বিগত কয়েক দিনে শুধু ঢাকা শহর থেকেই গ্রেপ্তার ৫০০ জনেরও বেশি। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র ফারুক হোসেন এএফপিকে জানিয়েছেন, 'অন্তত ৫৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তালিকায় কয়েক জন বিএনপি নেতাও রয়েছেন।' কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে উত্তাল বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত ১৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে খবর। সূত্রের খবর, আন্দোলনের অন্যতম এক সমন্বায়ককে চোখ বেঁধে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তির সন্দেহ, তিনি যাতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে না পারেন, সে জন্যই তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিবিসি বাংলা সূত্রে খবর, ওই সমন্বায়ক জানিয়েছেন, তাঁর মুখে চার স্তরের কাপড় জড়িয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এর পর হাতকড়া পরিয়ে একটি চার চাকার গাড়িতে তুলে নিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছিল। এর পর একসময় ওই সমন্বায়ক জ্ঞান হারিয়েছিলেন বলে দাবি। উল্লেখ্য, রবিবারই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোটার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, কোটা ব্যবস্থায় সংস্কার আনা হবে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মোট কোটা থাকবে সাত শতাংশ। যার মধ্যে পাঁচ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য। এক শতাংশ অন্য অনগ্রসর শ্রেণি ও এক শতাংশ বিশেষ ভাবে সক্ষম ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য। বাকি ৯৩ শতাংশ নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে মেধার ভিত্তিতে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দিলেই কোটা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। তিনি বলেছেন, 'মঙ্গলবার সকালেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে তার আগে যদি প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দিয়ে দেন, তাহলে আগেই দিয়ে দেওয়া হবে।'

রাজৌরিতে সেনা ক্যাম্পে জঙ্গি হামলার চেষ্টা

শ্রীনগর, ২২ জুলাই: ফের উত্তপ্ত উপত্যকা। কিছুতেই থামছে না সন্ত্রাসবাদী হামলা। ফের সেনাবাহিনীর উপরে বড়সড় হামলার চেষ্টা করল জঙ্গিরা। জানা গিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরিতে সেনা ক্যাম্পে বড় আকারের হামলার চেষ্টা করে জঙ্গিরা। তবে সেনার তৎপরতায় সেই হামলা এড়ানো গিয়েছে। আহত হয়েছেন এক জওয়ান। জঙ্গি দমনে শুরু হয়েছে অভিযান।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোররাতে রাজৌরি জেলায় একটি গ্রামের সেনা চৌকিতে হামলার চেষ্টা করে জঙ্গিরা। বেশ বড় মাপের জঙ্গি হামলারই পরিকল্পনা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের। তবে সেনাবাহিনী সঠিক সময়ে সেই হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলছে নিরাপত্তা বাহিনীর। ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। শেষ খবর অনুযায়ী, আহত হয়েছেন এক জওয়ান।

বিগত কয়েকদিন ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস দমন অভিযান চালানো হচ্ছে। বিগত কয়েক মাসে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে যেমন বহু জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে, তেমন অভিযানে কয়েকজন সেনাও শহিদ হয়েছেন। গত সপ্তাহেই জম্মুর ডোডায় এনকাউন্টারে দুই সেনা জওয়ান আহত হন। ১৫ জুলাই ডোডায় এনকাউন্টারে এক অফিসার-সহ ৪ সেনা জওয়ান শহিদ হন। দিন কয়েক আগেই কুপওয়ারায় নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে দুই জঙ্গিকে নিকেশ করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। গত ৯ জুন রিয়াসিতে পুণ্যার্থী বোঝাই বাসে হামলায় নয়জন যাত্রী নিহত হন। কাঠুয়ায় নিরাপত্তা বাহিনী দুই সন্ত্রাসীকে খতম করেছিল। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **DEEPAK KUMAR AGARWAL,** S/o Nand Kishore Agarwal, residing at 128, Rash Behari Avenue, Kolkata-700029, Vide Affidavit SL. NO. 2965 sworn before the first-class Magistrate C.M.M. Court, Kolkata dated 19/07/2024, that by mistake my name was wrongly recorded as **DEEPAK AGARWAL** in the School/College/University's/ Institution's documents of my son. Henceforth, it is declared that **DEEPAK AGARWAL** and **DEEPAK KUMAR AGARWAL** are the same and one identical person relating to the name.

Change of Name

I, **SUTAPA PAL** W/o Sandip Pal, residing at Vill- Jaypura, P.O. - Dantan, P.S.- Dantan, Dist.- Paschim Mednipur, W.B, PIN- 721426 shall henceforth be known as **SUTAPA DEY PAL** as declared before the First Class Ld. Judicial Magistrate Dantan court, Paschim Medinipur vide Affidavit No. 4449 Dated 22/07/ 2024. **SUTAPA PAL** W/o Sandip Pal and **SUTAPA DEY PAL** W/o Sandip Pal both are same and identical person.

Change of Name

I, **MD ARSHAD RAHMAN KHAN** S/o Abdul Rahman Khan residing at Ward No.- 6, Holding No.- 197 A/178/1, Bhawanipur, P.O. - Kharagpur, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Mednipur, PIN- 721301 shall henceforth be known as **MOHAMMAD ARSHAD RAHMAN KHAN** as declared before the First Class Ld. Judicial Magistrate Kharagpur court, Paschim Medinipur vide Affidavit No. 4202/02 Dated 18/07/ 2024. **MD ARSHAD RAHMAN KHAN** and **MOHAMMAD ARSHAD RAHMAN KHAN** both are same and identical person.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে জুলাই, ৭ ই শ্রাবণ। মঙ্গল বার । দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(আজ লোকমান্য বালগঙ্গা ধর তিলকে র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

নাম -পদবী

গত 19/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 4760 নং এফিডেভিট বলে আমি Bhabotosh Nandy, Bhabotosh Nandi, Bhabatosh Nandi & Bhabatosh Nandy S/o. Krishna Kanta Nandi R/o. Jhappukur Road, Keota Padmapark, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly, W.B. উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sujit Nandy.

নাম -পদবী

গত 08/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 45 নং এফিডেভিট বলে Sahabuddin (old name) R/o. 12, R.B.S. Road, Champdani, Baidyabati, Bhadreswar, Hooghly, 712222 W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md. Sahabuddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sahabuddin & Md. Sahabuddin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md. Serajuddin.

নাম -পদবী

গত 18/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4725 নং এফিডেভিট বলে Bishwanath Das ও Biswa Nath Das S/o. Haripada Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 02/07/24 নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 430 নং এফিডেভিট বলে Bikas Kumar Mukhopadhyay ও Bikas Kumar Mukhopadyay S/o. Gour Chandra Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 19/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4783 নং এফিডেভিট বলে Vivekananda Biswas S/o. Amar Kumar Biswas ও Bibekananda Biswas S/o. A. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 19/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 06 নং এফিডেভিট বলে Debabrata Halder S/o. Pradip Kumar Halder ও D. Halder S/o. Sh. P. K. Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 15/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9246 নং এফিডেভিট বলে Pradyot Samanta S/o. Bijay Samanta ও Pradyot Kr Samanta S/o. B. Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী চুঁচুড়া সদর।
২০২২ সালের (এ্যাক্ট ৩৯ প্রবেট)
০৭ নং মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারিনী :- শ্রীমতী পূর্ণিমা বিশ্বাস ওরফে রানু বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী নারায়ন বিশ্বাস, পিতা - ৺বিদ্যুৎ কুমার সরকার, সাং- প্রগতিনগর, পোঃ- চুঁচুড়া আর. এস. থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১০২।

এতদ্বারা, সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিনী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া তাহার পিতা মৃত বিদ্যুৎ কুমার সরকার, পিতা স্বর্গীয় জানকী নাথ সরকার সাকিম-প্রগতিনগর, পো: চুঁচুড়া (আর.এস), থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১০২- এর সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত সর্বশেষ উইলের প্রবেট লইবার জন্য অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনার/আপনাদের কোনোরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি/আপনারা নিজ বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

।। তপশীল ।।

জেলা ও ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রী অফিস হুগলী, এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রি অফিস চুঁচুড়া, হুগলী, থানা চুঁচুড়ার অন্তর্গত, কোদালিয়া -১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জে. এল. নং- ২০ চুঁচুড়া মৌজাস্থিত, আর.এস. ও যাহার হাল এল.আর. ৪৯৯১/১নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক (আর. এস) ৬৫ পঁয়ষট্টি নং দাগে তথা হাল এল.আর. ১৪৭ এক শত সাতচল্লিশ নং দাগের মধ্যে ০.০১২ [illegible] আনায় সম্পত্তির মধ্যে পূর্বে বিক্রীত ও বন্দোবস্তকৃত সম্পত্তি বাদে ০.০১২ একর পরিমিত সম্পত্তি মায় ভদুপরিস্থিত দ্বিতল পাকা স্বত্ত্ব সম্বলিত গৃহাদি সহ সর্ব প্রকার ইজমেন্ট সত্ত্বাদি সহ স্বত্ত্ব সকল প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সহ উইলকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

স্বা/- অসীম ব্যানার্জী
দরখাস্তকারিনীর এ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশানুসারে
স্বা/- শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **শ্রী স্বপন স্বর্ণকার**, স্বামী - ৺সনৎ স্বর্ণকার ওরফে সনৎ কুমার স্বর্ণকার ... [illegible]

... এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি- **সুজাতা মিস্ত্রী (অ্যাডভোকেট)**
জেলা জজ, আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আব্দুল কাদের সরকার, পিতা ... [illegible]

ইতি- **সুজাতা মিস্ত্রী (অ্যাডভোকেট)**
জেলা জজ, আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

(১) শ্রীমতী ত্রিপর্ণা ঘোষ ... (২) শ্রীমতী সুবর্ণা ঘোষ ... [illegible]

[১৭] হাল ১২১/৫৭৭ দাগে শালি ২.২ শতক,
[১৮] হাল ১৪৮/৫৭৯ দাগে আমবাগান ৪.২১ শতক,
[১৯] হাল ৪৯৯/৫৯১ দাগে শুনা ৩.২১ শতক।
আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

শ্রীমতী শেফালী ঘোষ
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, মহকুমা আরামবাগ
সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিসন)
১ম আদালত
২০২২। ৬৪ নং দেওয়ানী

বাদী- পলাশপাই গ্রামে জনসাধারন পক্ষে শ্রী অনিল মণ্ডল
প্রতিবাদী- ভবানী বাইরি দিং পিতা- মৃত মানিক বাইরি, সাং ও পো- পলাশপাই, থানা- খানাকুল, জেলা-হুগলী।

এতদ্বারা জেলা- হুগলী, থানা- খানাকুলে এর সামিল সাং ও পো- পলাশপাই গ্রামের সকল জনসাধারনগণকে জানানো যাইতেছে। **(ক) তপশীল-** জেলা-হুগলী, থানা- খানাকুল এর সামিল মৌজা- পলাশপাই গ্রামে এল.আর. ৬৬৫।২ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ১৩২৫ হাল এল.আর- ১৫৪৩ নং দাগে সাধারনের ব্যবহার্য্য রাস্তা ১৲ আনায় ২ শতক এবং **(খ) তপশীল** জেলা- হুগলী, থানা- খানাকুলের সামিল মৌজা- পলাশপাই গ্রামে এল. আর-১০২৯ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ১২৬২ হাল এল.আর. ১৪৭৬ নং দাগে বাস্তু ১৲ আনায় ০৬ শতকের মধ্যে ০৩ শতক।

সম্পত্তি সম্বন্ধে বাদি শ্রী অনিল মন্ডল, পিতা- মৃত গোপাল মণ্ডল, সাং ও পোঃ- পলাশপাই, থানা- খানাকুলে, জেলা-হুগলী, পলাশপাই গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে বর্তমান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। পলাশপাই গ্রামের জনসাধারন সংখ্যাধিক্য হওয়ায় উক্ত গ্রামে ইন্টারেস্টেড বা আগ্রহী জনসাধারন স্বয়ং অথবা যথাযথ ক্ষমতা প্রাপ্ত আইন জীবি দ্বারা অত্র আদালতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

নিবেদন ইতি
অনুমত্যানুসারে,
পার্থসারথী পাল
সেরেস্তাদার-
মহকুমা আরামবাগ সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিসন) ১ম আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

(১) শ্রী সুদেব ঘোষ পিতা প্রয়াত ফটিক চন্দ্র ঘোষ ... [illegible]

আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

জয়দেব কুমার ঘোষ
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী দেবাশীষ ঘোষ পিতা মৃত হারাধন ঘোষ ... [illegible]

[১৭] হাল ১২১/৫৭৭ দাগে শালি ৩.৩ শতক,
[১৮] হাল ১৪৮/৫৭৯ দাগে আমবাগান ৬.৫৩ শতক,
[১৯] হাল ৪৪১/৫৯০ দাগে বাস্তু ০১ শতক,
[২০] হাল ৪৯৯/৫৯১ দাগে শুনা ৪.৩৫ শতক।
আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

শ্রী ঋত্বিক দাস
আমমোক্তার

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given that my client Sri Achin Kumar Basu, son of Late Phanindra Nath Basu, of 2, Deshapran Sasmal Avenue, Kolkata- 700108, 24- Parganas (North) is going to update the title record of the two storied pucca building property constructed upon land measuring 2 cotta 6 chittak 30 Sft. (.0399 Acre) with Baranagar Municipality and with competent BL & LRO department, situated at the above holding i.e. 2, Deshapran Sasmal Avenue, Kolkata- 700108, 24- Parganas (North), under C.S. Dag No.129, C.S. Khatian No. 21, J.L. No.6, Mouza- Bonhooghly, P.S. Baranagar, R.S. No.5, Touzi No.3027, within ambit of Ward No. 2 of Baranagar Municipality which was purchased by. my mother Latika Basu since deceased wife of Late Phanindra Nath Basu from one Hara Kumar Sadhu and Mira Devi by a Registered Deed of Sale Executed and Registered at Sub Registrar Sodepur-Dum Dum on 31/10/1956 bearing Indenture No.7801 of 1956, recorded in Book No.1, Volume No.100, Pages from 220 to 227. Said Latika Basu died intestate on 24/09/1990 leaving behind myself (son– Achin Kumar Basu) and One daughter Ujjala Ghosh since deceased wife of Late Sukhendu Ghosh, who died long ago. I hereby notify in general that if anybody has any right, title, interest and claim either by inheritance, devolvement- in any manner whatsoever upon the said property, he/she is requested to contact- with the undersigned in writing with supporting legal relevant and cogent documents within 15 days from the date of publication of this notice falling which no claim / demand in this regard will be entertained and it will be deemed to have been waived and / or abandoned.

S/D NILAY KUMER MUKHOPADHYAY
ADVOCATE SERAMPORE COURT AND DISTRICT JUDGES' COURT CHINSURAH
MOB:9433833142/8910648557

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

(১) শ্রীমতী সুমিতা ঘোষ স্বামী শ্রী রঞ্জেন ঘোষ ... (২) শ্রীমতি ... [illegible]

[১৪] হাল ১২১/৫৭৭ দাগে শালি ০.২৭ শতক,
[১৫] হাল ১৪৮/৫৭৯ দাগে আমবাগান ০.৫৪ শতক,
[১৬] হাল ৪৯৯/৫৯১ দাগে শুনা ০.৩৬ শতক
আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

জয়দেব কুমার ঘোষ
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

(১) শ্রী গোপাল পাল (২) শ্রী বানেশ্বর পাল ... [illegible]

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

শ্রী ঋত্বিক দাস
আমমোক্তার

LEGAL NOTICE

I **MUJIBAR RAHAMAN MALLICK**, S/O Lutfar Rahaman Mallick, of Vill Neramadhabpur P.O. & P.S. Jangipara, Dist - Hooghly, Pin 712404 had purchased the plots of land measuring about 1.82 Sataks situated in Mouza - Neramadhabpur, J.L. No. 80, in L.R. Dag No. 438 recorded in khatian No. 847,845, 849 by virtue of registered Sale Deed being No. 849 dated 14.03.2024 at the Office of A.D.S.R. Jangipara, through the registered Power of Attorney being No. 3820 dated 01.12.2023 A.D.S.R. Jangipara, jointly appointed **Sahrukh Khan** S/o Golap Khan as Power of Attorney Holder therein. The said registered Deed is under mutation at BL & LRO Jangipara being Case No. MN/2024/0612/2214. If there is any objection kindly contact the BL & LRO, Jangipara, Hooghly, within one month from the date of advertisement.

Your's faithfully
Mujibar Rahaman Mallick

নোটিশ

আমমোক্তার নামা

জাকির হোসেন, পিতা- মৃত সেখ আতিয়ার হোসেন, সাং- পাঁচবেড়িয়া, ওয়ার্ড নং ৪, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়গপুর (টাউন), এ.ডি.এস.আর অফিস খড়্গাপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ।

বিগত ইং ১৭.০৯.২০১৫ তারিখে খড়্গাপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ১৮৮ নং আমমোক্তার দলীল মূলে আমাকে **সেক মহম্মদ ও সেক ইদ্রিস** পিতা- মৃত সেক আইনুদ্দিন ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ... [illegible]

... জমির ... [illegible]

নিবেদন
ইতি- **সেখ জাকির হোসেন,**
পিতা- মৃত সেখ আতিয়ার হোসেন, সাং- পাঁচবেড়িয়া, ওয়ার্ড নং ৪, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গাপুর (টাউন), এ.ডি.এস.আর অফিস খড়্গাপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

NOTICE

My Client:
Sri Aloke Bhattacharyya, S/o Late Anil Kumar Bhattacharyya of 7 Shyama Prasad Mukherjee Road, P.O. Nabagram, Hooghly - 712246, had lost one registered original deed of his grandmother Late Indu Bala Debi, W/O Upendra Nath Bhattacharjee, vide deed no 9602/1960 which was, registered before A.D.S.R Serampore was Lost On 07.06.2024, from his custody and accordingly, he Lodged G.D before Kanaipur B/H Vide G.D.E No 528 dated 24.06.2024 any Person having any knowledge/claim of the Said deed are requested to return the Same to the Undersigned Advocate, Within 7 (Seven) days
Debashish Chakraborty 64 Surya Sen Street, Konnagar, Hooghly
M: 9830391556 / 8910638247

NOTICE

TO WHOM IT MAY CONCERN OR RELATE

This is to bring to the notice of all concerned that my clients namely, (1) Birendra Kumar Saha, (ii) Sadhana Saha, being the owner of the school, namely 'SAHU MEMORIAL SCHOOL' situated at holding No. 61, B.L. No 6, ward No. 9, P.O. Kankinara, P.S. Jagaddal (previously), Bhatpara (currently), District North 24 Parganas, West Bengal, Pin Code 743126, do hereby state that the above named school was setup as an unaided private school, for imparting education to poor & needy students till class IV and the said school was not registered and/or affiliated under any board or authorities.

Further my clients vide Resolution / Declaration dated 23-05-2024 vide Ref No. SMS/2024/05-24/KNR-I, do hereby declare and resolve that the said school ceased to be operational from 01-04-2008 due to declining enrolment and from 01-04-2018 all classes and school-related activities (Student admission/ appointment of teachers/staff etc.) remain permanently closed.

Any individual or group or institution, whosoever having any claim, whatsoever upon the school or its management may contact me or my clients within 15 days of this publication, failing which no claim, whatsoever shall be entertained.

Dipanwita Nandy, Advocate
Barrackpur Court
Mob. No.- 6290693539
Enrollment No. F/3386/3040/2022

নোটিশ

গ্রহীতা- শ্রী বাবুল দাস, পিতা- আকুল দাস, সাং- কৃষ্ণচন্দ্রপুর, পো: পন্ডিতপুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া। দাতা - i) শ্রী লক্ষণ চন্দ্র সরকার, পিতা- দঁশরথ সরকার, সাং- শরৎপল্লি , পো:+থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া। ii) শ্রী পিন্টু মণ্ডল, পিতা- শ্রীদাম মন্ডল, সাং- ধুবুলিয়া বাজার কলোনী, স্টেশন রোড, পো:+থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া। iii) শ্রী অনির্বাণ ঘোষ, পিতা- শ্রী শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং- গৌরনগর, পো: টি.বি. হাসপাতাল, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া। iv) সাহনোয়াজ হালসানা, পিতা- সামসের হালসানা, সাং- ধুবুলিয়া বটতলা, পো:+থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া। সকলের পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রীমতি প্রভাতী সিং, স্বামী- শ্রীশের সিং, সাং- ধুবুলিয়া বাজার কলোনী, স্টেশন রোড, পো:+থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া। জমির বিবরণ: মৌজা- ১০ নং নম্বর বেলপুকুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, পরিমাণ: ০৩.৩০ শতক এলাকাভুক্ত। আমমোক্তার দলিল নং iv ৯১/২০০১১, তাং ৩০/০৩/২০১১। ই. ডি. এস. আর. কৃষ্ণনগর,নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত। উক্ত জমির বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি বা অধিকার থাকিলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

M: 8597420858 (বাবুল দাস)

PUBLIC NOTICE

Original Title Deed of Gift in respect of land measuring about **1 Cottah 12 Chittak equivalent to 2.88 Decimal** more or less, lying & situate at **Mouza- Prosadpur**, J.L. No.- 39, R.S. No.- 229, Touzi No.- 146, comprised in R.S. Dag No.- 29 under R.S. Khatian Nos.- 68 at Holding No.- 89, R.B.C Road within P.S.- Barasat, Ward no.- 4, within Barasat Municipality, jurisdiction of A.D.S.R. Barasat in the District- North 24 Parganas in the name of Chandi Das Mallick (Doner therein). Said Original Deed of Gift duly registered in the office of A.D.S.R. Barasat and recorded in Book No.-I, CD Volume No.-1, Page from 13549 to 13569, **Being No.- 00890 for the year of 2008** said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 779/2024** was lodged on **15-07-2024** with Barrackpore, Police Station by my client **State Bank of India, RACPC, Barrackpore**. That One of the Customer Mr. Ananda Mohan Mallick who availed a SBI Home Loan having Loan Account No.- 3067179095-4 by creating Collateral Security of Aforesaid mentioned Deed by mortgage of the said deed in our Branch **State Bank of India, RACPC, Barrackpore.** If anybody get the said deed or having any claim, should lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela
Advocate
Barrackpore Court
Mobile: 9748856804

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১৩৮।

হাওড়া-আমতা রুটে ফের ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-আমতা রুটের লোকাল ট্রেনের পরিষেবা নিয়ে যাত্রী অসন্তোষের শেষ নেই। তারই মধ্যে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবারে ওই রুটে বৃষ্টিতে ট্রেনের ওভারহেড তার ছিঁড়ে আরও বিপত্তি বাড়ল। সঙ্গে জুড়লো যাত্রীদের দুর্ভোগও। সোমবার হাওড়ার আমতা রুটের ডাঁসি এলাকাতে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যায়। ওভাবেই তারটি ঝুলতে থাকে। লাইন পারাপার হওয়ায় সময় এক বাইক আরোহী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। বিষয়টি রেলের কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরপিএফ। তার মেরামতির জন্য বিশেষজ্ঞ দলকেও পাঠানো হয়।

হাওড়া-আমতা রুটের ট্রেনের তার ছিড়ে যাওয়ায় কয়েক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোমবার সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ হঠাৎ ট্রেন লাইনের তার ছিড়ে পড়ে। সেই তার রেলের লাইনে পড়তেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। যা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। ডাঁসি ও কোনা স্টেশনের মাঝ বরাবর তেঁতুলকুলি এলাকার কাছে ঘটনাটি ঘটে। দুই গ্রামের মাঝে এই রেল লাইনে এই ঘটনার পর রেলগেট ফেলে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয় দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য। প্রায় এক ঘন্টার পর রেলের আধিকারিকসহ ইঞ্জিনিয়াররা এসে তার মেরামতির কাজে হাত লাগান। আর সেই কাজ সম্পন্ন হতে বেলা ১ টা গড়িয়ে যায়। দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুখ্য সংযোগকারিক কে ফোন করলে তিনি জানান আপাতত ঠিক হয়ে গেছে ঠিক হতে সময় লেগেছে দুপুর ১টা। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। সপ্তার প্রথম দিনেই অফিস টাইমেই এই দুর্ঘটনা ঘটায় বিপাকে পড়েন ট্রেন যাত্রীরা।

আয়ুষ চিকিৎসা পরিকাঠামোয় জোর রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলায় জেলায় আয়ুষ চিকিৎসা পরিকাঠামো আরও মজবুত করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। আয়ুষ চিকিৎসা কেন্দ্র গুলিতে ঘর, চিকিৎসা সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ-সহ যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরির জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সব জেলাতেই আয়ুষ চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরির করা হয়েছে। অথচ পরিকাঠামোর ঘাটতির কারণে সেগুলিকে ঠিকমতো ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কয়েকটি জেলার বিরুদ্ধে এনিয়ে গাছাড়া মনোভাব দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। অনেক কেন্দ্রে ইন্টারনেট পরিষেবা না থাকায় কেন্দ্রীয় আয়ুষ পোর্টালে তথ্য আদান প্রদান করতে পারছেন না। গ্রামাঞ্চলে এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করতে আয়ুষ চিকিৎসকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই পোর্টাল তৈরি করেছে। যার সাহায্যে চিকিৎসকরা বিভিন্ন ধরনের রোগীর সমস্যার কথা নথিভুক্ত করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেতে পারেন। জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সরকারি ডিসপেন্সারিতে আয়ুষ চিকিৎসকদের জন্য কম্পিউটার ও ইন্টারনেট পরিষেবার ব্যবস্থা করতে। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট বলছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১,১৭৮টি সরকারি ডিসপেন্সারি বা ক্লিনিক খোলা হয়েছে। যেখানে ১,২৪০ জন চিকিৎসক রয়েছে। এদের যাতে সঠিকভাবে রোগী পরিষেবার কাজে ব্যবহার করা যায় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

২৫ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৫ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে জুড়ে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে কয়েকটি জেলায়। মৎস্যজীবীদের জন্য আগাম সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। সমুদ্র উপকূলে দেখা যাবে জলোচ্ছ্বাসও, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই বৃষ্টি হবে, কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। সমুদ্র উত্তাল থাকবে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত। সর্বোচ্চ ৬৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ থাকবে ঝোড়ো হাওয়ার। উত্তর-পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে মৌসম ভবন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে [illegible] কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ জুলাই ২০২৪ ৭ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশই সার, দাম কমছে না সবজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে নির্দেশ দিতে দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপর চলেছে টাস্ক ফোর্সের লাগাতার অভিযান, বাজার পরিদর্শন, সবজির দাম কমাতে নেওয়া হয়েছে কড়া পদক্ষেপ। এমনকি সাত দিন অন্তর প্রশাসনিক বৈঠক-সবই হয়েছে। কিন্তু তারপরও বদলায়নি পরিস্থিতি। কলকাতা থেকে জেলা-প্রায় সর্বত্র অগ্নিমূল্য বাজার। পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে বাজার গেলে ভর্তি হচ্ছে অর্ধেকের কম ব্যাগ, অতঃপর শূন্য পকেট! মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাজারের জন্য মাসিক খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ। ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলেই বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর এক ফোঁটাও বদলায়নি পরিস্থিতি। কোথাও ন্যূনতম কমেনি দাম। দাম যে কমেনি, কমার আশাও নেই, সে কথাও বলছেন বিক্রেতারাই।

কারও মতে জোগান কম, চাহিদা বেশি। খুব স্বাভাবিক নিয়মে তাই দামও বেশি। কেউ আবার দিচ্ছেন অন্য তত্ত্ব। এক শ্রেণি স্পষ্ট বলছেন, 'টাস্ক ফোর্স তো আর বাজার নিয়ন্ত্রণ করে না। বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় তার নিজের আপন চক্রে। বাজারি কালো না সাদা, তা নিয়ে কথা বলব না। মাল আসা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। আর রাজনৈতিক নেতারা তো দাম বাড়া নিয়ে সোচ্চার হবেনই। কিন্তু সেটাতেও রাজনীতি। সাধারণ মানুষের কাছে আইওয়াশের একটা ব্যাপার রয়েছে।'

পটল	৪০ টাকা কেজি
টমেটো	১০০ টাকা কেজি
করলা	৫০ টাকা কেজি
শসা	৫০ টাকা কেজি
ধ্যাড়স	৫০ টাকা কেজি
বেগুন	৬০ টাকা কেজি
কাঁচা লঙ্কা	১২০ টাকা কেজি
ঝিঙে	৫০ টাকা কেজি
পেঁপে	৪০ টাকা কেজি
বিনস	১৫০ টাকা কেজি

এদিকে সোমবার, প্রায় সব বাজারে পেঁয়াজ বিকোয় ৫০ টাকা কেজি দরে। গত ১৫ দিন ধরেই কেজি প্রতি ৫০ টাকা দাম রয়েছে পেঁয়াজের। পেঁয়াজের দাম কবে কমবে সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না বিক্রেতারা। বিক্রেতাদের বক্তব্য, বাইরে থেকে পেঁয়াজের জোগান কম হচ্ছে। পাইকারি বাজার থেকে তাঁদের বেশি দামে কিনে আনতে হচ্ছে। তাই পেঁয়াজের দামটা বেড়েই রয়েছে। এক বিক্রেতা বলেন, 'বাইরে থেকে কম আসছে পেঁয়াজ। ৪০-৪৫ টাকায় কিনে আনছি, এনে ৫০ টাকায় বিক্রি করছি। এখন দাম কমার আর কোনও সম্ভাবনাও নেই।' আরেক বাজারের বিক্রেতাদের বক্তব্য, আগে তাঁরা যে পরিমাণ পেঁয়াজ কিনতেন, এখন তার থেকে অনেকটাই কম কিনছেন। কবে দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ক্রেতারাও। তেমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে আলুর দামও। কলকাতার বাজারে জ্যোতি আলুর দাম ৩৪ থেকে ৩৫ টাকা, চন্দ্রমুখি ৩৮ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতাদেরই বক্তব্য, সরকারি নজরদারি আরও বাড়ানো দরকার।

আলু অমিল হতে চলেছে কলকাতার বাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলু অমিল হতে চলেছে কলকাতা তথা বঙ্গের বহু বাজারে। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ীদের ডাকা কর্মবিরতির জেরে সোমবার সকাল থেকে আলু বের হচ্ছে না হিমঘর থেকে। আর এই প্রেক্ষিতেই ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, বাজারে সোমবার থেকেই জোগান কমেছে আলুর। হিমঘর থেকে শনিবার যে আলু বের করা হয়েছিল তা বাজারে প্রায় শেষের দিকে। অর্থাৎ সোমবার থেকেই বেশির ভাগ বাজারে দেখা মিলল না আলু। অতঃপর যেটুকু আলু মজুত করা রয়েছে, তার মূল্য হবে আগুনছোঁয়া।

রাজ্যে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন আলুর প্রয়োজন পড়ে খাওয়ার জন্য। কিন্তু হিমঘর থেকে আলু বেরনোই বন্ধ হয়ে পড়ছে। ফলে সামনের দিনগুলোতে আলু নিয়ে দেখা দেবে এক তীব্র সঙ্কট। সোমবারই কলকাতার বাজারগুলোতে জ্যোতি আলুর দাম ৩৪ থেকে ৩৫ টাকা চন্দ্রমুখী ৩৮ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। জেলাগুলিতেও প্রায় একই ছবি।

এমন এক অবস্থা তৈরি হওয়ার পিছনে রয়েছে হিমঘর অ্যাসোসিয়েশন ও রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সিদ্ধান্ত। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির পদাধিকারীদের দাবি, ভিন রাজ্য

আলু যাতে না যায়, তার জন্য বর্ডারে রীতিমতো পুলিশি জুলুমবাজি চলে। বর্ডারে দিনের পর দিন গাড়ি দাঁড়িয়ে থেকে আলু নষ্ট হয়। চলতি সময়ে বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির জেরে আলু ব্যবসায়ী ও সমিতির তরফে এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন বাজারে ন্যায্যমূল্যের আলু বিক্রয় কেন্দ্র খুলে সাধারণ মানুষকে কম দামে আলু বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকার আলু ব্যবসায়ীদের কথা ভাবছে না বলে পাল্টা অভিযোগ। এরফলে মঙ্গলবার থেকেই বাজারে দেখা দিতে পারে আলুর সঙ্কট। সমস্যায় ক্রেতারা।

এদিকে ক্রেতারা জানাচ্ছেন, 'বাজারে বেরোলে মাথা হাত পড়ছে দাম শুনে। মুখে রাজনৈতিক নেতৃত্বরা যে কথা বলছেন, তার কিন্তু কোনও প্রতিফলন বাজারে বেরোলে দেখা যাচ্ছে না। আগের যা পরিস্থিতি, তাই রয়েছে। নির্দেশ দেওয়া, কার্যকারী হওয়া, তার মধ্যেই বিস্তর ফারাক। আগে কিছু না হলে মানুষ বলত আলুসেদ্ধ ভাত খাব, কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতিটাও আর নেই।'

এদিকে এক আলু ব্যবসায়ী জানন, 'এই বনধে কিন্তু ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতি। আলু তো স্টকে থেকে যাবে। আলু বেরিয়ে গেলেই ভালো। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে বনধ ডাকতে বাধ্য হয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানান, 'আলুর দাম হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে। আমরা সকলকেই অনুরোধ করেছি, যাতে একবারে না বাড়ে। দেখা যাচ্ছে, সরকারি নির্দেশিকা দিয়েছি। তাঁদের কর্মবিরতি নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করে একটা রাস্তা বের হবে।'

'সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক কব্জায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে কাফের নন বলছেন', কটাক্ষ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার ২১শে জুলাই ধর্মতলায় শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে 'কাফের' নন বলে দাবি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে কাফের বলার প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইটে অর্জুন সিং লিখেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি নাকি কাফের নন। যদিও ইসলামিক সংস্কৃতিতে অমুসলিমদের 'কাফের' বলা হয়।' সোমবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই ভোট রাজনীতি কিংবা তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক কব্জায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রী এখন নিজেকে 'কাফের' নন বলছেন। মানে উনি হিন্দু নন কিংবা খ্রিস্টান নন। উনি আল্লাহকে মানেন। ওনার ভগবান আল্লাহ।'

প্রসঙ্গত, রবিবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে যদুভট্ট মঞ্চে দলের সাংগঠনিক সভাতে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'আমরা ভোট করাতে জানি না।

২০২১ সালে সবাই বলেছিল আমাদের সরকার হয়ে যাবে। কিন্তু হয়নি।' সোমবার সংগঠনের খামতি নিয়ে দিলীপ ঘোষের সুর মেলালেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, 'উনি একজন সিনিয়ার লিডার। দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন। তাঁর পরামর্শ, বাংলায় ভোট হয় না। ভোট করাতে হয়। ভোট করাতে গেলে নিচুতলার সংগঠন মজবুত করতে হবে। দুর্বল মণ্ডল সভাপতি, বুথ সভাপতি কিংবা শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। ভোট মেশিনারি মজবুত করতে হবে।' এদিন তিনি আরও বলেন, 'দলের কর্মীরা ভারতমাতা কি জয় ভালো বলতে পারেন। মিটিং মিছিল ভালো করতে পারেন। কিন্তু ভোট করানোর কায়দা দলের কর্মীরা জানেন না। তাই কর্মীদের ভোট করানো শিখতে হবে।'

নাকতলার আপনজনে চুরি

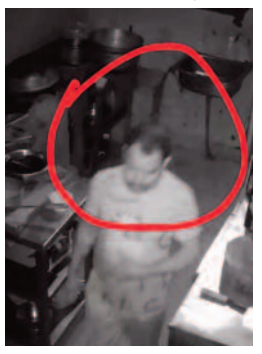

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। কাঠগড়ায় নেতাজি নগর থানার পুলিশের ভূমিকা। সোমবার জনপ্রিয় খাদ্য বিপননি সংস্থা আপনজনের নাকতলার আউটলেটে ভোররাতে চুরির ঘটনা ঘটে। সিসিটিভিতে সনাক্তকরণের পরেও ১২ ঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেলেও এখন অধরা অপরাধী। আপনজনের কর্ণধার সমীরণ ঘোষ জানান ভোর বেলা দোকানে এসে চুরি করে রবিন মণ্ডল। তার এই দোকানে যাতায়াত ছিল তাই জানত কোথায় কোন জিনিস থাকে। সকল সাতটা নাগাদ এসে নগদ টাকা মাছ ও রান্নার সামগ্রী চুরি করে সে। সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার জিনিস চুরি করে অভিযুক্ত রবিন মণ্ডল বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আদতে রবিন মণ্ডল সুন্দরবনের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে সে সোনারপুরে থাকে। ইতিমধ্যেই নেতাজি নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সমীরণ ঘোষ। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে সনাক্ত করা গেছে বলে নেতাজি নগর থানা সূত্রে খবর। গত কদিনে দক্ষিণ কলকাতায় বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটলো। যারফলে আতঙ্কিত দক্ষিণ কলকাতার নেতাজি নগর, নাকতলার বাসিন্দারা। নেতাজিনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জানান পুলিশ সিসিটিভি দেখে তদন্ত করছে এবং ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের টাওয়ার লোকেশন ট্রাক করেছে । খুব তাড়াতাড়ি অভিযুক্ত ধরা পড়বে।

সাদ্দামের ব্যাপারে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব রাজভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুলতলির সাদ্দাম সর্দারের ক্ষেত্রে সামনে এসেছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। আর সেই ব্যাপারেই এবার সাদ্দাম ও তাঁর বাড়ির সুড়ঙ্গ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় স্বরাষ্ট্রদফতরের কাছ থেকে একাধিক বিষয় নিয়ে জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করল রাজভবন। সাদ্দাম সর্দারের বিরুদ্ধে নকল সোনা বিক্রি থেকে একাধিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। কয়েকদিন তল্লাশির পর কুলতলিতে একটি আলাঘর থেকে গ্রেফতার করা হয় সাদ্দামকে।

সেখানে বলা হয়েছে, গত ১৫ জুলাই কুলতলিতে নকল সোনাকাণ্ডে ঘরের ভিতর যেভাবে সুড়ঙ্গের হদিশ পাওয়া গিয়েছে তা উদ্বেগের। একইসঙ্গে তদন্তকারীদের উপর আক্রমণের ঘটনা নিয়েও

উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ওই পোস্টে। কুলতলির সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানো হয়েছে সন্দেশখালি, ভূপতিনগর, বনগাঁকে।

একইসঙ্গে রাজভবন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, পরিকল্পনামাফিক যে সুড়ঙ্গ, তা একটি খালের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের মাতলা নদীতে মিশেছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অংশ এটি। নিঃসন্দেহে এই ঘটনায় জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বাংলার সাদ্দামকাণ্ড। ফলে বোঝাই যাচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা দফতর হাত গুটিয়ে বসে নেই। নজর আছে সাদ্দামের সুরঙ্গকাণ্ডের উপর। পুলিশ সূত্রের খবর, গ্রেফতার হওয়ার পর কুলতলির সাদ্দাম দাবি করেন, ওই সুড়ঙ্গে তিনি মাগুর মাছ চাষ করতে চেয়েছিলেন। লাভজনক ব্যবসা মাগুর মাছ চাষ বলেই এই ভাবনা ছিল। যদিও পরে সেই পরিকল্পনা বদলে লোহার গেট বসিয়ে দেন তিনি।। কিন্তু কারও বাড়ির খাটের নিচে যদি সুড়ঙ্গ থাকে এবং তা খালের মধ্যে দিয়ে নদীতে গিয়ে মেশে, তা হলে তা নিয়ে বহু প্রশ্নই উঠবে, তেমনটাই স্বাভাবিক।

বিদ্যুতের অপচয় রুখতে সব স্ট্রিট লাইট বন্ধের নোটিস দমদম সেন্ট্রাল জেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বিদ্যুতের অপচয় রুখতে নবান্নে বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপধ্যায়। সরকারি অফিসে বিদ্যুৎ অপচয় রুখতে কড়া বার্তা দেন। এরপরই হঠাৎ বিজ্ঞপ্তি জারি করল দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার। সন্ধে ৬ টা থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের চৌহদ্দিতে থাকা স্ট্রিট লাইট বন্ধ রাখতে হবে বলে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের তরফ থেকে এমনই এক আজব বিজ্ঞপ্তি নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

প্রসঙ্গত, বহু সরকারি অফিসে দেখা যায়, কর্মীরা বেরিয়ে যাওয়ার পরও আলো, পাখা জ্বলছে। অনেক পুরসভায় দিনের আলো ফুটে যাওয়ার পরেও রাস্তার আলো জ্বলে। এই অপচয় আর বরদাস্ত নয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বিদ্যুতের অপচয় রুখতে দুদিন আগে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার তথা দমদম সেন্ট্রাল জেলের সুপারের তরফ থেকে একটি নির্দেশ জারি করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে, দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের চৌহদ্দিতে যে সব স্ট্রিট লাইট রয়েছে, সেগুলো সন্ধে ৬টায় বন্ধ করে দিতে হবে। ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত সেগুলো বন্ধ থাকবে।

হিসাবমতো জেলের চৌহদ্দির বাইরে যে সব স্ট্রিট লাইট রয়েছে তা রাতে জ্বলার কথা। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। রাতে জেলের নিরাপত্তায় কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা, কেউ পালানোর চেষ্টা করছে কিনা ইত্যাদির উপর নজর রাখার জন্য আলো জ্বলা জরুরি। এমন নয় যে জেল রক্ষীদের থার্মাল ইমেজার দেওয়া হয় যে তাঁরা রাতের অন্ধকারেও দেখতে পাবেন। আর এখানেই নেটিজেনদের একাংশের কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী ধরে আনতে বললে কেউ কেউ যে বেঁধে আনবেন কে জানত! এদিকে সংশোধনাগার সূত্রে বলা হচ্ছে, এই বিজ্ঞপ্তির খসড়া করতে গিয়ে নিশ্চয়ই কোনও বিভ্রান্তি হয়েছে। বিষয়টি জেল সুপারের নজরে আনা হবে।

নরেন্দ্রপুর থেকে ধৃত ৪ অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে কোটা সংরক্ষণের প্রতিবাদে উত্তাল বাংলাদেশ। অন্যদিকে কলকাতা থেকে চার বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল আনন্দপুর থানার পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ রয়েছে বলেও খবর। অপরাধ সংঘটিত করার উদ্দেশে এই চারজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এসেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

লালবাজার সূত্রে খবর, ২১ জুলাই রবিবার মিজান শেখ, রুবেল শেখ, সবুজ কুণ্ডু ও রাহুল শেখকে গ্রেফতার করে আনন্দপুর থানার পুলিশ। সকলেই ওপার বাংলার বাসিন্দা। বয়স ২৭ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। তাঁরা কোনও যথাযথ পরিচয়পত্র দেখাতে পারেনি। তাঁরা স্বীকারও করেছেন, বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করার কথা।

রবিবার ২১ জুলাই একটি চারচাকা গাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় ওই চার অনুপ্রবেশকারীকে। আনন্দপুর থানার তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় ওই চারজন জানিয়েছেন, নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁরা।

এদিকে প্রায়শই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। মূলত সীমান্তবর্তী জেলাগুলি থেকে এই গ্রেফতারির খবর আসে। অনুপ্রবেশ-ইস্যুকে সামনে রেখে নিয়মিত সরব হতে শোনা যায় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে। সীমান্ত পার করে এ রাজ্যে বহু বাংলাদেশির অনুপ্রবেশ হয় বলে প্রায়ই অভিযোগ তোলেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীরা। পাল্টা শাসকদল শুনিয়ে দেয়, সীমান্তের নিরাপত্তা বিষয়টি রাজ্য প্রশসান দেখে না। সুতরাং কেউ অবৈধ পথে সীমান্ত পার করে এলে তার দায় কেন্দ্রকে নিতে হবে। কেন্দ্র-রাজ্যের এই দঁড়ি টানাটানিতে আসলে যে রাজ্য তথা দেশের ক্ষতি। তার দায় কে নেবে?

নিমতলা ভূতনাথ মন্দিরে শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে ভক্তদের ভিড়

লেজার লাইট বড়সড় বিপত্তি ডেকে আনতে পারে দমদম বিমানবন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লেজার লাইটের জেরে যে কোনও দিন ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা, এমনটাই ধারনা দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করা পাইলটদের। প্রশাসন যে এ ব্যাপারে কোনও কাজই করছে না তার জ্বলন্ত প্রমাণ ধরা পড়েছে মঙ্গলবারেও। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে এই লেজার লাইট বন্ধ করতে ১৪৪ ধারাও জারি হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে দমদম সন্নিহিত এলাকাবাসীকে। কিন্তু তাতেও কাজের কাজ হয়নি কিছুই। প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে এই লেজারের দাপাদাপি।

প্রসঙ্গত, শনিবার সন্ধেয় দুবাই থেকে কলকাতায় নামার মুখে এমিরেটসের উড়ানের পাইলট কলকাতা বিমানবন্দরকে লেজার লাইটের কথা জানিয়েছেন। যে সময়ে তাঁর চোখ ধাঁধিয়েছে, তখন তিনি কলকাতা থেকে মাত্র সাড়ে সাত কিলোমিটার দূরে, মাটি থেকে প্রায় ৭০০ ফুট উপরে ছিলেন। বিশেষজ্ঞ পাইলটদের কথায়, মাটির এত কাছে থাকার সময়ে সবথেকে বেশি মনসংযোগের প্রয়োজন হয়। কারণ, ল্যান্ডিং সব সময়েই কঠিন। সেই সময়ে পাইলটের চোখ ধাঁধিয়ে গেলে বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তার আগের দিন, অর্থাৎ শুক্রবার রাতে ওই একই উড়ানের পাইলট দুবাই থেকে শহরের মাটি ছোঁয়ার আগে একইভাবে লেজার লাইট নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। যদিও শুক্রবার তিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন রানওয়ের প্রায় ৩৭ কিলোমিটার দূরে থাকা অবস্থায়। মাটি থেকে তখন বিমানের উচ্চতা ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট। পাইলটদের দাবি, অত উপরে সমস্যা হলে তাও মেক-আপ করার সময় পাওয়া যায়। কিন্তু, মাত্র ৭০০ ফুট উপরে বিপদ ঘটলে ঘণ্টায় প্রায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে নেমে আসা বিমানকে বাগে আনা মুশকিল হবে।

চলতি বছরে এরকম বেশ কয়েকটি অভিযোগ ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে বিমানবন্দরে। প্রতিবারই পাইলট এ নিয়ে কলকাতার এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলকে (এটিসি) জানানোর পরে এটিসি তা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানায়। নিয়মমাফিক সেই খবর যায় স্থানীয় পুলিশের কাছে। বিধাননগর কমিশনারেটের এক অফিসারের কথায়, 'আমাদের কমিশনারেট এলাকায় লেজার নিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করা রয়েছে। সেখান থেকে এরকম ঘটনা না হওয়ারই কথা। আশপাশের পুলিশ এলাকা থেকে হয়তো হচ্ছে। আমরা তাদেরও নিয়মিত সতর্ক করে চলেছি।'

উল্লেখ্য, শুক্র ও শনি এই দু'দিনই এমিরেটসের উড়ান নামছিল মধ্যমগ্রামের দিক থেকে প্রধান রানওয়েতে। বিমানবন্দরের অফিসারদের বক্তব্য, যেখান থেকে লেজার লাইট এসে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন পাইলট, সেই দু'টি জায়গায়ই সম্ভবত মধ্যমগ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকার।

বিধাননগক কমিশনারেটের দাবি, মূলত ব্যাঙ্কোয়েট হলের ওপেন এরিয়া থেকেই কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই লেজার আলো ব্যবহার করা হচ্ছে। মাস তিনেক আগে এ নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছিল পুলিশ। বলা হয়েছিল, কলকাতা বিমানবন্দর লাগোয়া ব্যাঙ্কোয়েটে যদি লেজার আলো ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে, তা হলে তার লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। যদিও পরিস্থিতি এতটুকু বদলায়নি বলে অভিযোগ।

শাসক-গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পানিহাটিতে, ভাঙচুর যুব নেতার অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল ঘিরে সোমবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো পানিহাটিতে। ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হল এক তৃণমূল যুব নেতার অফিসেও। খড়দা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবাঞ্জন সাহা নামে এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে ফিরছিলেন রবিবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন পানিহাটির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি সুমিত পাল ওরফে রানা। সোদপুর-মাধ্যমগ্রাম রোডের অমরাবতীর কাছে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে মারধোরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বেলায় পশ্চিম পানিহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে খড়দা থানায় দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ শেষে তারা তৃণমূল যুব নেতা বুবাই মল্লিক ও পরিতোষ দাসের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। থানা থেকে বেরিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা দত্ত রোডের মুখে বিটি রোডে পরিতোষের ডেরায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর চালিয়ে তারা হানা দেয় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোডের দেশবন্ধুনগরে। অভিযোগ, সেখানে একটি বহুতলের নিচে থাকা বুবাই মল্লিকের অফিসে ঢুকে তারা রীতিমতো তান্ডব চালায়। অফিসের আসবাবপত্র-সহ এসি মেশিন ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খড়দা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। ঘটনা নিয়ে পানিহাটির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি সুমিত পাল জানান, দেবাঞ্জনের বাইকে চেপে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। পরিতোষ দাস ও তাঁর দলবল দেবাঞ্জনকে মারধোর করেছে। দেবাঞ্জনের গলার চেন ও তাঁর হাত ঘড়ি ওরা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনায় অভিযুক্ত পরিতোষ দাস এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবেই পরিচিত। যদিও সুমিতের দাবি, পরিতোষ তাদের দল করেনা। পরিতোষ একজন সমাজবিরোধী। পশ্চিম পানিহাটি শহর তৃনমূল সভাপতি প্রবীর ভট্টাচার্যের দাবি, পরিতোষ একজন সমাজবিরোধী। আর পরিতোষকে প্রচ্ছন্ন মদত দিচ্ছেন দলের এক নেতা বুবাই মল্লিক। তাঁর অভিযোগ, বুবাই, পরিতোষ ও তার দলবলের দৌরাত্ম্য এখন চরমে পৌঁছেছে। এমনকি বিটি রোডের ওপর পরিতোষের ডেরা রয়েছে। সেখানে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা এসে আশ্রয়ও নেয়। তাঁর দাবি, এঁদের মাথায় কাদের হাত রয়েছে, সেটা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রবীর বাবু বলেন, বুবাই মল্লিক ও পরিতোষ দাসের বিরুদ্ধে তারা খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এঁদের বিষয়ে তিনি স্থানীয় বিধায়ক এবং জেলা সভাপতিকে জানাবেন। অপরদিকে নিজেকে পশ্চিম পানিহাটি শহর তৃণমূল যুব সভাপতি দাবি করে বুবাই মল্লিক বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিন্তু যারা তাঁর অফিসে ভাঙচুর চালালো, তাঁরা কি ঠিক কাজ করলো, প্রশ্ন তুললেন বুবাই মল্লিক। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহীদ দিবস পালন কর্মসূচিতে তাকে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। অনেকভাবে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে তিনি শহীদ দিবস পালন। অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। এতেই ক্ষোভে দলের একাংশ তাঁর অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে। তিনি বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। বুবাইয়ের দাবি, গত সাত-আট মাস ধরে তাঁকে দলের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে দলের একাংশ।

রাজারহাট সেক্সটরশনকাণ্ডে গ্রেফতার ২ মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজারহাট সেক্সটরশনকাণ্ডে পুলিশের জালে ধরা পড়ল আরও দুই মহিলা। পুলিশ সূত্রে খবর এই দুই মহিলাই ধৃত ইমরান তরফদারের স্ত্রী। ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় এই দুজন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম মৌসুমী তরফদার এবং মধুশ্রী ঘোষ।

এর আগে শুক্রবার ইমরান তরফদার, ৪ মহিলা সহ মোট ৫ জনকে গ্রেফতার করে রাজারহাট থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতদের বারাসাত আদালতে তোলা হলে তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। ইমরান তরফদারকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেই মেলে তাঁর দুই স্ত্রীর খোঁজ। এবার এই দুই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদকরে আরও কে বা কারা এই ঘটনা সঙ্গে জড়িয়ে সেই দিকটি খতিয়ে দেখবে রাজারহাট থানার পুলিশ।

সম্পাদকীয়

সিপিএমকে মূল শত্রুকে চিনতে হবে, নইলে শূন্যের হাত থেকে নিস্তার নেই

সিপিএম-এর তো এখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' দশা। শাসক তৃণমূল দলকে প্রধান প্রতিপক্ষ ভেবে প্রচার করলে ভোটে জেতা যাচ্ছে না, আবার অন্ধ তৃণমূল-বিরোধিতা ছাড়া দলকে ধরে রাখাও এক প্রকার অসম্ভব। মনোভাব তো চাইলেই আর বদলানো যায় না। কেউ বলতে পারেন, শাসক দলের দুর্নীতি এখন চরমে আর মানুষ তাতে বেজায় ক্ষুব্ধ। অতএব শাসকবিরোধী সংগ্রামকে এ সময় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ঠিক, কিন্তু মিছিল-মিটিং-বিক্ষোভ সমাবেশের রুটিন কর্মসূচি কি তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে? দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর এবং ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যক, কিন্তু সে কথা ভাবছে কে? এমন দুর্দমনীয় তথা ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, সিপিএম নেতৃত্বের আজ তা আছে বলে মনে হয় না। রাজ্যস্তরে বিজেপি দলের বিপদকে চিনতে না পারার ব্যর্থতা যেমন আছে, তেমনই কংগ্রেস-বাম নির্বাচনী জোট গড়ার ক্ষেত্রে অবিচক্ষণতা সিপিএম দলকে নির্বাচনে ধরাশায়ী করেছে। নীতিগত ভুল ছাড়াও অনেক সময়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ছে নেতৃত্ব। 'আমরা মানুষের সঙ্গে আছি'; এ কথার অর্থ কী? রুটিরুজির কথা বললেই কি ভোটারের মন জয় করা যায়? 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' যে রুটিরুজির অধিকারের প্রশ্নটিকে আড়াল করে দিতে পেরেছে, বাম নেতারা বোঝেননি। আত্মতুষ্টির মনোভাবে দলের অসীম ক্ষতি হচ্ছে। যে কোনও কাজে সব সময়ে এক ধরনের কৃতিত্ব অনুভব করার মধ্যে আত্মশ্লাঘা আছে, কিন্তু এ তো এক বিভ্রম মাত্র। বরং এই মনোভাব বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ভরাডুবির পরে' প্রশ্ন তোলা হয়েছে, অন্যান্য রাজ্যে যেখানে ইন্ডিয়া মঞ্চ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সফল, সেখানে এই রাজ্যে কেন সিপিএম-কংগ্রেস জোট ধরাশায়ী? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সিপিএম-কংগ্রেসের জোটকে কোন দৃষ্টিতে দেখছে, তার বিচার না করে, শুধু নির্বাচন এলেই নেতাদের মধ্যে জোটের নৃত্য শুরু হয়ে যায়। সেই জোটে না থাকে কোনও নীতি, না থাকে আদর্শ। লক্ষ্য কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা। এই নীতিকে সম্বল করে রাজনীতিতে যে বেশি দিন টিকে থাকা যায় না, সেটা দু'দলের নেতারা আর কবে বুঝবেন? উভয় দল কেরলের জন্য এক নীতি, আর পশ্চিমবঙ্গের জন্য অন্য নীতি নিয়েছে। এই দ্বিচারিতা কেন? ২০১৬ সালের পর থেকে কংগ্রেস-সিপিএম দাবি করে আসছে, মোদী-মমতার গোপন আঁতাঁত রয়েছে, এবং বাংলায় বিজেপির বাড়বাড়ন্তের জন্য মমতা দায়ী। এই অভিযোগ যে মানুষ গ্রহণ করছে না, সেটা তো নির্বাচনে প্রমাণিত। কেরলে বামেদের শাসন থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে বিজেপি আসন পায়, তার সদুত্তর সিপিএম দিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের মূল শত্রু কে; এই ধোঁয়াশা যত দিন তারা কাটিয়ে উঠতে না পারবে, তত দিন শূন্যের হাত থেকে নিস্তার নেই।

শব্দবাণ-৩

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অপছন্দ হলে কেনা জিনিস ফেরত দেওয়া হবে এবং দামও ফেরত পাবে এই শর্ত ২. আকাল, ব্যাপক খাদ্যাভাব ৫. মুখ ৮. তুর্ক-আফগান শাসক বংশবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জমকালো, জাঁকজমকপূর্ণ ৩. ক্ষমার যোগ্য ৪. শ্রীরাধিকা ৬. ব্যগ্র, উৎসুক ৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য।

সমাধান: শব্দবাণ-২

পাশাপাশি: ১. হাতসাফাই ৪. মামা ৫. টায়ার ৯. ঘোর ১১. বাসরঘর।

উপর-নীচ: ১. হাতকাটা ২. সার্থ ৩. ইমারত ৬. রবরবা ৮. লশকর ১০. জোর।

অর্ণব দামের পিএইচডি করার উদ্যোগের মধ্যেই অসংখ্য ঐতিহাসিক সম্ভাবনা হাতছানি দেয়!

স্বপনকুমার মণ্ডল

যাবজ্জীবন জেলবন্দি একদা মাওবাদী নেতার পিএইচডি করার কথা ছড়িয়ে পড়তেই জনমানসে আজব কথার বিস্ময় জেগে ওঠে। প্রথমত, একজন জেলবন্দির এইরকম শিক্ষার শীর্ষদেশে পৌঁছানোর সদিচ্ছা, দ্বিতীয়ত,তার জন্য জেলে বসেই তাঁর যোগ্যতা অর্জন কোনওটাই স্বাভাবিক মনে হয় না। জেলের অন্ধকার পরিসরে যেখানে জীবনের আলোই নিভে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন জেগে থাকে অবিরত,সেখানে উচ্চ শিক্ষার কঠোরতর সাধনার পথটি অকেজো হয়ে পড়ে। যেখানে জীবনটাই অস্তমিত সূর্য, সেখানে সোনালি সকালের হাতছানিতে সাড়া না দেওয়াই দস্তুর। অন্যদিকে দীর্ঘ জেলজীবনে বেঁচে থাকার সদিচ্ছাই চলে যায়, অপরাধবোধে জীবনের প্রতি ঘৃণা জেগে ওঠে, অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হয় মন। সেখানে জেলের নাম বদল করে সংশোধনাগার করলেও তার উপায়টিই তখন অধরা মাধুরী। পরিবার পরিজন বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের অন্তর্দাহে জীবন পুড়িয়ে আত্মশোধনের সদিচ্ছা ও তার বাস্তবায়নের পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট। সেখানে হুগলির জেলজীবনে থেকেও মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম উচ্চশিক্ষার সোপানে যেভাবে আত্মনিয়োগ করে পিএইচডি করায় সক্রিয় হয়েছেন, তা শুধু বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেনি, অনেকগুলি প্রত্যাশারও জন্ম দিয়েছে।

অর্ণব দাম ছাত্র হিসেবে প্রতিভাধর ছিলেন,খড়গপুর আইআইটির কৃতী প্রাক্তনী। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁর দুর্বার আকর্ষণ ছিল। ২০১২ থেকে তাঁর জেলজীবন শুরু হলেও তাঁর পড়াশোনা চলতেই থাকে। জেলে থেকেই অর্ণব ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ ও এম এ পাশ করেন। আবার অধ্যাপক হওয়ার 'সেট' পরীক্ষাতেও তিনি সফল হন। সেদিক থেকে ছিন্নমূল অনিশ্চিত জীবনের মধ্যেও তাঁর গভীর ও সনিষ্ঠ অধ্যবসায় তাঁকে ক্রমশ লক্ষ্যভেদী অর্জুন করে তোলে। একাধিক ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক মামলায় জড়িয়ে যেভাবে অর্ণবের জীবন জেলের ঠিকানায় বন্দি হয়ে পড়েছে, তাতেও তাঁর উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই উচ্চশিক্ষা বা পিএইচডি করে অর্ণবের কোনও চাকরি পাওয়া বা জেল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে কোনও কাজে লাগানোর সম্ভাবনা নেই। একান্তই মনের ইচ্ছাতেই তিনি গবেষণায় ব্রতী হতে চেয়েছেন। খবরে প্রকাশ তাঁর জেলজীবনের ইচ্ছেতেই পিএইচডি করার কথা বলেছিলেন অর্ণব। সেই সদিচ্ছার রূপায়ণে তাঁর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে পিএইচডি-র ভর্তি পরীক্ষায় সামিল হয়ে প্রথম স্থান লাভ করায় শিক্ষা জগতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যেখানে কালের প্রহরী জীবনের আলো নেভানোর আয়োজন সদা সতর্ক প্রহরায় থাকে,সেখানে মনের আলো জ্বালিয়ে রাখা বড় দায়। যা সাধারণে মুক্ত জীবনেও সহজসাধ্য করতে পারে না,ভাবতেও পিছিয়ে পড়ে, অর্ণব দাম তাই জেলজীবনের দমবন্ধ পরিসরেই শুধু চালিয়ে নিতে চেয়েছে, এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তা ভাবতেই বিস্ময় জাগে। তাঁর এই সনিষ্ঠ সাধনা নতুন ইতিহাস গড়ে তোলার পথে। এর আগে কেউ জেলে থেকে পিএইচডি করেছেন, তা এখনও জানা যায়নি। কিন্তু এতো গেল পিএইচডি করে ইতিহাস সৃষ্টি করার কথা। অন্যদিকে একজন জেলের কয়েদির পিএইচডি করার বিষয়টি অনেকের কাছে মনঃপূত নাও হতে পারে। আসলে সমাজে পাপের চেয়ে পাপীর দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়, অপরাধের চেয়ে অপরাধীর প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয় সেখানে পাপ বা অপরাধের প্রতি ঘৃণাবোধ যত জন্মে, ততই মঙ্গল। উল্টে পাপী বা অপরাধীর প্রতি ঘৃণ্য দৃষ্টি শুধু তাদের কৃতকর্মের প্রতি থেমে থাকে না, তার ব্যক্তি জীবনের মানবিক সত্তাকেও অস্বীকার করে । সেটাও অপরাধের নামান্তর। প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা থাকে। মানুষই পাশবিকতাকে কাটিয়ে মানবিক হয়ে ওঠে,দেবত্বও লাভ করে। সেখানে নরাধম পাপী বা নৃশংস অপরাধীরও মানসিক পরিবর্তন সম্ভব। সেই সম্ভাবনা থেকেই জেলে হয়ে ওঠে সংশোধনাগার।

সেই আত্মসংশোধনের পথে শাস্তি কমে না,বরং বেড়ে যায়। আত্মোপলব্ধি গভীরতায় অপরাধবোধ যত তীব্রতা লাভ করে,শাস্তি তত অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে। সেখানে শিক্ষার সোপান থেকে জ্ঞানচর্চার শ্রীবৃদ্ধি সবেতেই আত্মসচেতনতাকে প্রখর করে তোলে। সেদিক থেকে একজন কয়েদির শিক্ষা লাভে তার শাস্তি লঘু হয়ে যায় না, বরং সময়ান্তরে তা আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। অজ্ঞানতায় যে অপরাধবোধ সক্রিয় হতে পারে না, সজ্ঞানে তাই মৃত্যুযন্ত্রণায় সামিল করে। কশাইয়ের দোকানের পাশে দড়ি বাঁধা ছাগলটি রক্তাক্ত সঙ্গীর বীভৎস প্রাণহীন অবস্থা দেখেও নিশ্চিন্তে ঘাষপাতা চিবিয়ে খায়। অথচ কেউ সামনে একটি সামান্য ধারালো অস্ত্র দেখলেই লোকের ভীতি ভাব জেগে ওঠে। সেখানে যত জ্ঞানের বিস্তার,ততই তার যন্ত্রণার শ্রীবৃদ্ধি। অবশ্য উচ্চ শিক্ষা যেমন জীবনের যন্ত্রণাকে নিবিড় করে তোলে, তেমনই যন্ত্রণাকে সহজ করে নেওয়াতেও পারে। আর সেখানেই উচ্চ শিক্ষার সৌরভ। জীবনের প্রতিকূলতাকেই অনুকূল করে তোলে। সেদিক থেকেও অর্ণব দামের পিএইচডি করার বিষয়টি একটি অসাধারণ উদ্যোগ। কেননা সাধারণে যেখানে হতাশায় ডুবে হয় সময়ের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, নয়, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে। অসাধারণেই লক্ষ্য পূরণে নিজেকে সক্রিয় রাখে আজীবন। সেদিক থেকে যে আজীবন জেলজীবনে জীবনের সব শেষের ধারণা পোক্ত হতে থাকে, সেখানেই অর্ণব দাম তাঁর লক্ষ্যভেদী সোপানে অবিচলিত থেকে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে । শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে অসাধারণ গবেষণা অনন্য সম্ভাবনাও বর্তমান । ভাগলপুর জেলে বসে সতীনাথ ভাদুড়ী যেমন 'জাগরী' (১৯৪৫) উপন্যাস লিখেছেন, তেমনই জেলবন্দি থাকাকালীন অসাধারণ গবেষণারও পরিচয় রয়েছে এই বাংলাতেই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাস না থাকার জন্য কত দুঃখ করেছেন,তার ইয়ত্তা নেই । শুধু বাংলাতেই নয়, ইংরেজিতেও তার পরিচয় না পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দ্বিতীয় খণ্ড)-এর 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।' যা আছে,তা 'বাঙ্গালার ইতিহাসের অংশও নয়।' সেক্ষেত্রে বাংলায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইখণ্ডে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড ১৯১৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৭) ও ইংরেজিতে রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলার ইতিহাস' (১৩৪৯)' প্রভৃতি লেখা হলেও তখনও বাকি বাঙালির ইতিহাস। আর সেই অসাধারণ কাজটিই করছেন নীহাররঞ্জন রায়। রাজরোষে বন্দি হয়ে জেলখানায় বসে তিনি তাঁর উচ্চ প্রশংসিত অভিনব ঐতিহাসিক মহাগ্রন্থ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রথম পর্ব' (১৯৪১)-এর মূল কাঠামোর দশটি অধ্যায় রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রন্থটির জন্য সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ও ১৯৫০-এ প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সনাতন পাঠকের চিন্তা'য় (১৯৯২) বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেও বাকি পর্ব লেখার জন্য নীহাররঞ্জনকে আবার জেলে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। তাঁর নিবন্ধের শেষ বাক্যে তিনি লিখেছেন, 'তাহলে এখন যে-কোনো ছলছুতোয় নীহাররঞ্জন রায়কে আবার কারারুদ্ধ করা উচিত।' জেলে থেকে অর্ণব দামও যে ইতিহাসের গবেষণায় অভিনব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে না, সেকথা কী জোর দিয়ে বলা যায়! বরং আমাদের গবেষণার উৎকর্ষের স্বার্থেই অর্ণবের পিএইচডির সোনালি ফসল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠুক, তা একান্ত ভাবেই কামনা কাম্য মনে হয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

গরীবের মুখ থেকে তাদের মাছ 'তেলাপিয়া' কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত

প্রভুদান হালদার

সম্প্রতি একটা সংবাদে পড়লাম 'তেলাপিয়া মাছ খেলে ক্যান্সার হয় না, গুজবে কান না দেওয়া পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর (১০ জুলাই, একদিন)'। নবান্নে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তেলাপিয়া মাছের প্রসঙ্গটি তোলেন তিনি। উপস্থিত সরকারি আধিকারিকদের কাছে জানতে চান, তেলাপিয়া মাছ খেলে ক্যান্সার বা এই জাতীয় কোনও রোগের সম্ভাবনা তৈরি হয় কিনা। আধিকারিকরা জানান, এরকম কোনও তথ্যপ্রমাণ এখনও নেই। তিনি বলেন, 'কারা রটালো যে তেলাপিয়া মাছ খেলে ক্যান্সার হয়? তেলাপিয়া মাছ নিয়ে যারা মিথ্যা খবর রটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি?' রাজ্যের 'জল ভরো, জল ধরো' প্রকল্পে কাটা পুকুরে তেলাপিয়া মাছ ছাড়ার জন্যও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

এক সুন্দরবনবাসী হিসেবে জ্ঞান হওয়া থেকে তেলাপিয়া দেখে আসছি। আমাদের পুকুরে তেলাপিয়া চাষ করা হতো। তেলাপিয়া পুকুরে বংশবিস্তার করে। সুতরাং পুকুরে একবার তেলাপিয়া ছাড়লে, কয়েক বছর ধরে সেই তেলাপিয়া পুকুরে থাকতো ও সারা বছর ধরে গরিবের মৎস চাহিদা পূরণ করত। এখনও গ্রামে গঞ্জে গরিবের মাছ বলতে তেলাপিয়াকে বোঝায়। কারণ তুলনামূলক ভাবে তেলাপিয়ার দাম কম। এই মাছ পুকুরে প্রচন্ড হারে বংশবিস্তার করে গরিবের সারা বছরের মাছের চাহিদা মেটায়। ধনীরা সাধারণত তেলাপিয়া মাছ এড়িয়ে যায়। সুতরাং তেলাপিয়া সম্পর্কে এই ধরনের ফেক নিউজ কারা ছড়ালো বা কোথায় রিসার্চ করে এই তথ্য প্রকাশ হল ? বিষয়টি জরুরি ভিত্তিক তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক।

অন্যদিকে সমস্ত খাদ্যেই উপকারিতার সাথে কিছু অপকারী দিক থাকে। সমস্ত খাদ্যই এক বিশেষ অবস্থায় মানব শরীরে ক্ষতি করে। সুতরাং খাদ্য সম্পর্কে বিশেষ জরুরি কথা হলো খাদ্যটিকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি। বিশেষ করে মাছের ক্ষেত্রে যদি আমরা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে মাছ ওষুধের কাজ করে। অন্যদিকে তেল দিয়ে খুব কড়া করে ভেজে গ্রহণ করলে তা বিপরীত ফল দেয় বা শরীরের প্রচণ্ড ক্ষতি করে।

যারা গরিবের মুখ থেকে চক্রান্ত করে এই মাছ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদেরকে কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা হোক। তেলাপিয়া সম্পর্কে পাঠকদের জন্য কিঞ্চিত সংযোজন করতে চাই, এখন গ্রামের ছোট থেকে শহরের বড় বাজার কোথাও তেলাপিয়া শূন্য দেখা যায় না। বারো মাসই বাজারে তেলাপিয়া চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে বাসন্তীর ছোট মাছ বাজারে ৫০ ভাগের বেশি তেলাপিয়া, বাকি অন্যান্য মিলে। বাজারে যদি তেলাপিয়া না থাকত, অন্যান্য মাছের দাম হত দ্বিগুণ। এখন গরীব মানুষ যেটুকু মাছ পাচ্ছেন, তা কিন্তু তেলাপিয়াই।

মিশরে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তেলাপিয়া চাষ হত। আমাদের দেশের মাছ নয়। আদি নিবাস পূর্ব আফ্রিকা। ১৮৬৫ সালে মরিসাস থেকে (Oreochromis mossambicus) তামিলনাড়ুতে আনা হয়। ১৯২৬ সালে মরিসাস থেকে তামিলনাড়ুতে দ্বিতীয়বার আনা হয়। ১৯৫২ তে কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র (CIFRI)ব্যাঙ্কক থেকে তামিলনাড়ুর মন্ডাপম-এ আনেন। ঐ বারে তামিলনাড়ুর মৎস্য দপ্তর শ্রীলঙ্কা থেকে নোনাজলে চাষের জন্য তেলাপিয়া আনেন। ৮০-র দশকের শেষ দিকে জাভায় তেলাপিয়া চাষ শুরু হয়। এরপর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

তেলাপিয়া সিকলিড গোত্র, পার্সিফর্মেস বর্গ, চ্যাপ্টা, ধূসর পিঙ্গল, অলিভ আভাযুক্ত, পাখনাগুলির প্রান্ত কিছুটা হলদে। কোনো কোনো প্রজাতি লালচে বর্ণের বলে - লাল তেলাপিয়া বলে। মোট ৬৪ প্রজাতি। এখানে এসেছে মূলতঃ জাভা তেলাপিয়া, Tilapia melanopleura। এখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে জাভা তেলাপিয়া চাষ হচ্ছে। ১১-৪৬ সেন্টিগ্রেট তাপ সহ্য করতে পারে। লবণ প্রতি লিটারে ৪- ৪৮ গ্রাম। PH ৫-১১, অল্প অক্সিজেন বা প্রতি লিটারে ৭৩-৭৫ মিলিগ্রা কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত থাকলেও এদের কোন অসুবিধা হয় না। যেকোন জলে এরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারে। কিছু প্রজাতি কেবল স্বাদু জলে থাকে (T. aurea)।

বাচ্চাদের খাদ্য উদ্ভিদকণা-প্রাণীকণা। মূলতঃ তৃণভোজী হলেও সর্বভুক। পুকুর পরিষ্কারের জন্য তেলাপিয়া চাষ করা যায়।

পরিণত পুরুষের রং স্ত্রীর চেয়ে গাঢ়। ৩ মাস হলে একবারে ২৫০-৩০০ ডিম পাড়ে। বছরে ৭-৮ বার একটা তেলাপিয়া ডিম ছাড়ে। পুরুষ জলাশয়ের তলদেশে মাটি খুঁড়ে (২৫-৩০ সেমি ব্যাস ও ৫-৬ সেমি গভীর থালাকৃতি) গর্ত করে। স্ত্রী সেখানে ডিম পেড়েই ঐ ডিম মুখের মধ্যে রেখে দেয়। পুরুষ ঐ গর্তে শুক্রাণু ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ঐ শুক্রাণুও মুখের মধ্যে নিয়ে নেয়। মুখের মধ্যে ডিম নিষিক্ত হয়। ২-৫ দিনে বাচ্চা হয়। মুখের মধ্যেই বাচ্চা বড় হয় যতক্ষণ তার নিজের দেহে জমানো খাদ্য থাকে। এরপর খাদ্যের জন্য মুখ থেকে বার হয়ে যায়। বিপদ দেখলে মা এক ধরনের কম্পন সৃষ্টি করে। বাচ্চারা বুঝতে পরে ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে মায়ের মুখের মধ্যে ঢোকে। খুব ঠাণ্ডায় প্রজনন বন্ধ থাকে।

জাভা তেলাপিয়া ৩৫ শতাংশ নোনা জলেও ডিম পাড়তে দেখা যায়। যেকোন জলে সহজে চাষ করা যায়। কার্প, গলদা, বাগদার সঙ্গে মিশ্র চাষ করা যায়। তেলাপিয়া চাষের একমাত্র সমস্যা হল এর সংখ্যাধিক্য। ফলে ঘাটতি হয় খাদ্যের। একলিঙ্গ চাষ করা যায়। ২৫-৩০ সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায় ৩০-৪০ দিন এর পোনাকে প্রথমে দেহ ওজনের ১০ শতাংশ হারে নিয়মিত ১৭-আলফা মিথাইল টেস্টোস্টেরন হর্মোন মেশানো খাবার খাওয়ালে সব মাছ পুরুষে পরিণত হয়। এভাবে ৯০-৯৫ শতাংশ পুরুষে পরিণত হয়। তেলাপিয়া চাষে কোনো খরচ নেই। এদের ডিম পোনার জন্য চিন্তা করতে হয় না। জলে অক্সিজেন কম হলেও এরা সহ্য করতে পারে। এই জন্য পয়ঃপ্রণালীর জলেও চাষ করা সহজ। সুতাকৃতি শেওলা জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে এদের ব্যবহার করা যায়। অন্য মাছের তুলনায় তেলাপিয়া চাষ অত্যন্ত লাভজনক। অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি ঠেকাতে তেলাপিয়ার সঙ্গে শাল, বোল, শোল প্রভৃতি শিকারী মাছ চাষ করলে অধিক সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া স্ত্রী পুরুষ আলাদা করে একলিঙ্গ চাষ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ১০০ ভাগ স্ত্রী পুরুষ আলাদা করা কঠিন। বিশেষ কিছু প্রজাতির তেলাপিয়া সংকরায়ণ ঘটিয়ে ১০০ ভাগই পুরুষ উৎপাদন সম্ভব। জিন প্রযুক্তি দ্বারাও জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ৬ মাসের মধ্যে ৪০০-৪৫০ গ্রাম হয়। ৯৫০ গ্রাম পর্যন্ত বাড়ে। হেক্টরে ৫০০ কেজি পাওয়া যায়। সার প্রয়োগে যত্ন নিলে ১০০০-২৫০০ কিলো পাওয়া যেতে পারে। মিশ্র চাষে ফলন বৃদ্ধি পায়। কাতলার সঙ্গে চাষ করা যাবে না।

এরা কাতলার পাখনা খেয়ে নেয়। যেখানে কার্প চাষ হয় না, সেখানে অনায়াসে চাষ করা যায়। বিদেশে ভাল চাহিদা। মধ্যপ্রাচ্য ও দঃ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ তেলাপিয়া রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। এর মাংস কাঁটাবিহীন, গন্ধহীন, হাল্কা স্বাদযুক্ত। ৮০টা দেশে ব্যবসা ভিত্তিক চাষ হয়। এখানে হয় না। আফ্রিকা- ৩০, দঃ আমেরিকা- ১৩, দঃ পূর্ব এশিয়া- ১২, মধ্যপ্রাচ্য- ৯, ক্যারিবিয়ান- ৭ ছাড়াও অন্যান্য দেশে চাষ হয়। ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, চিনে ৮৫ শতাংশ উৎপন্ন হয়। চিন উৎপাদনে সেরা। ভারত কেবল চিংড়ি ও সমুদ্র থেকে ধরা কিছু মাছ রপ্তানি করে। স্বাদু জলের কোনো মাছ রপ্তানি হয় না। তেলাপিয়ার বিশাল সম্ভাবনা আছে। রপ্তানি ক্ষেত্রে তেলাপিয়া ছাড়া দ্বিতীয় নেই। কিন্তু এখানে সরকার নীরব।

আনন্দকথা

আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাস্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবার ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরকম 'পরমহংস'? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন? মাস্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞে না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তপোশ পাতা আছে — তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই — তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশ তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়াছে। *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বন্ধুর জন্মদিন পালন করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু গুড়াপের যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুড়াপ: পড়তে গিয়েছিল ভিন রাজ্যে। সেখানে বন্ধুর জন্মদিন পালন করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল যুবকের। যদিও পরিবার এই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলেই দাবি করেছে। যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়েছে গুড়াপের ওই পরিবার। মৃত ওই ছাত্রের নাম কৌস্তভ সাধু (২৩)। হুগলির গুড়াপ থানার খজুরদহ মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর গুরু ঘাসিদাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স নিয়ে স্নাতকোত্তর করছিলেন কৌস্তভ। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে সেখানে ভর্তি হন তিনি। এ বছর সেপ্টেম্বরে তাঁর ফাইনাল পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার কথা ছিল তার। তার আগেই সাধু পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কৌস্তভ মগরার শ্রী গোপাল ব্যানার্জি কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিএসসি পাশ করে পড়তে যান ছত্তিশগড়ে। সেখানেই এমন অবস্থা। ছাত্রের মা সোমা সাধু জানান, রবিবার সকাল ১০টায় ফোন করে কৌস্তভ জানিয়েছিলেন, রতনপুর ড্যামে যাচ্ছেন। এক বন্ধুর জন্মদিন আছে, খাওয়াবে।

সোমাদেবী বলেন, 'আমি কত বার বললাম শরীর ভালো নেই তোর। না বলে দে। বলছে কিছু হবে না। পই পই করে বললাম জলের দিকে যাবি না। তুই সাঁতার জানিস না। বর্ষাকাল সাপখোপের ভয়, জঙ্গলের দিকে যাবি নাও বললাম। ও কেন জলে নামল জানি না। কখনও নামে না জলে। কিছুই বুঝতে পারছি না। বিকাল ৫টায় ফোনে বলছে থানা থেকে বলছি। বন্ধুদের নামে খারাপ কথা কোনওদিন বলেনি ঠিকই। কিন্তু ছেলের নাকি গায়ে কিছু ছিল না। ঠেলে ফেলে দিল কি না জানি না। বন্ধুরা মজার ছলেই ঠেলে ফেলে দিল কি না কে জানে।'

তবে কৌস্তভের আত্মীয় বলেন, 'বাইরে পড়তে গিয়ে এরকম করুণ পরিণতি খুবই মর্মান্তিক। সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিক। রাজ্য সরকার এ নিয়ে পদক্ষেপ করুক। যারা যুক্ত তাদের সাজা হোক। বাড়ির বাইরে বেরোলে যদি প্রাণের নিরাপত্তা পর্যন্ত না থাকে, তাহলে তো ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে পাঠাতে ভয় পাবে পরিবার। এখানে তো বলছে দিয়ে ড্যামে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি ড্যামে পড়ে গেল নাকি ওকে ফেলে মেরে দেওয়া হল তা তো কেউ জানে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টই বলতে পারবে।' যদিও পরিবারের তরফে এই নিয়ে থানায় এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের নবগ্রাম ময়না এলাকায়। ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ওই নাবালিকার নাম লাভলী মণ্ডল (১৭)। জামালপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রতিবেশী সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘরের মধ্যে বাড়িতে কেউ না থাকায় গলায় গামছার ফাঁস লাগানো অবস্থায় পরিবারের লোকজন তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকে। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ওই নাবালিকাকে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কি কারণে মৃত্যু তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডায়ালিসিস রোগীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ডায়ালিসিস রোগীদের জন্য বিশেষ সার্জারি পুরসভার হাসপাতালে। বেশিরভাগ ডায়ালিসিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে গলার কাছে বা কোমরের নীচে চ্যানেল করা হয়। তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে ইনফেকশনের। দু-তিন মাস বাদে বাদে সেগুলোর পরিবর্তনও করতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে ভাসকুলার সার্জারি করলে পেশেন্টকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। সোমবার অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার মাতৃসদনে এই বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কে নিয়ে এসে ভাসকুলার সার্জারি করা হল এক ডায়ালিসিস পেশেন্টের। কলকাতায় যে খরচে এই সার্জারি হয় তার অর্ধেক খরচেই পুরসভা পরিচালিত এই হাসপাতালে সার্জারি করা সম্ভব তা করে দেখালেন ডক্টর সৌরভ পাইক। শিরা ও ধমনীর সংযোগ করে বিশেষ অপারেশনের মাধ্যমে চ্যানেল তৈরি করা হয়। এই চ্যানেলের মাধ্যমে অপারেশনের চার থেকে ছয় সপ্তাহের পরে ডায়ালিসিস করা যাবে বলে জানালেন চিকিৎসক।

Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Center (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8 Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 that "Allaboutarchisynergy LLP" (AAX-7516) a Limited Liability Partnership may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a private company limited by shares.

2. The principal objects of the company are as follows:

a) To build such a platform that can Connect realtors, designers, manufacturers, to promote, and accelerate, sustainable, construction, product, materials, Techniques, and technologies. Regular workshops and Collaborations will also take place to spread awareness and increase demand.

3. A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed company may be inspected at the registered office at Floor 2, 98, D, NSC Bose Road, Regent Park, Kolkata West Bengal-700040.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Center (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8 Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the LLP at its registered office.

Date: 23.07.2024
Place: West Bengal

For Allaboutarchisynergy LLP
Sd/-
1. Sayari De (Designated Partner)
2. Akhil Bandhu Paul (Designated Partner)

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
বারাসত জোনাল অফিস
এস্টেট অ্যান্ড প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১, কলকাতা - ৭০০০৬৪
ফোন নং : ০৩৩-২৩৩৭৮৯৯৯/৮২৯২৪৭৭৩৩৯

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)] পরিশিষ্ট F

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.০৪.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সিরাজুল ইসলাম সর্দার এবং শ্রীমতি সাফিয়া খাতুন** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৮৯,৫৫,৬০৫.৬৮ টাকা (উননব্বই লাখ পঞ্চান্ন হাজার ছশো পাঁচ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, -এর নিকট বকেয়া ৮৯,৫৫,৬০৫.৬৮ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির জমি এবং তদস্থিত ভবন হোল্ডিং নং ৬৪/৬০৭ এবং ৬৬/৬০৮ যৌথ ইউ/এম ৬৪/৬০৭, এলআর এবং আরএস দাগ নং ১৬০, আরএস খতিয়ান নং ২৫৪ এবং ৯৩৫, এলআর খতিয়ান নং ৬০৫৯, ৬০৬০ এবং ৯৪৪৮, জেএল নং ৯৪, তৌজি নং ৮৪৫, বসিরহাট পুরসভার ওয়ার্ড নং ২১ অধীন, থানা : বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : পারুল বালা সেন এবং গোপাল সেনের সম্পত্তি
দক্ষিণে : আর এন রোড এবং কালীপদ দত্তর সম্পত্তি
পূর্বে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ
পশ্চিমে : রাধানাথ দেবনাথের সম্পত্তি।

তারিখ : ২০.০৭.২০২৪
স্থান : টাকি

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড TATA
CIN U65990MH1991PLC060670
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
ফোন ৯১ ২২ ৬৬০৬ ৯০০০, ওয়েব www.tatacapital.com
ব্রাঞ্চ অফিস : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

দাবি নোটিশ- ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেনট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) (আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল (রুলস) ৩ সংস্থান অধীনে।
আমরা টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) এক নন- ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস ১২শতল, টাওয়ার এ,পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপাত্র কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই : ৪০০০১৩ এবং শাখা অফিস অন্যান্যর মধ্যে :৭১, পার্ক স্ট্রিট,৩য়তল, কলকাতা। ন্যাশনাল কোম্পানিল ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি), মুম্বই শাখা কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত নির্দেশ অনুযায়ী টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) এবং টাটা ক্লিনটেক ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিসিএল) হস্তান্তরকারী এবং টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) অধিগ্রহণকারী হিসেবে এর সংযুক্তি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং তৎসহ পঠিত ধারা ৬৬ সংস্থান এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে (উক্ত সংযুক্তি) অনুমোদন করেছে। সংশ্লিষ্ট শর্তাধীনে টিসিএফএসএল এবং টিসিসিএল (হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলি) চালু সংস্থা হিসেবে, তাদের সকল সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, স্বার্থ, কর্তব্য, দায়, চুক্তি, অঙ্গীকার, জামিন ইত্যাদি এবং আরও নির্দিষ্টভাবে উক্ত সংযুক্তি প্রকল্পে বর্ণিত মতে কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ থেকে। উক্ত নির্দেশ এবং প্রকল্প অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা নথি টিসিএফএসএল (বর্তমানে টিসিএল সংযুক্ত) সম্পাদিত এবং সংশ্লিষ্ট সকল বকেয়া টিসিএল তে স্থানান্তরিত হল এবং টিসিএল এখন থেকে সকল অধিকার প্রয়োগের অধিকারী হল।
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের (টিসিএল) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে বিস্তারিত দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণগ্রহীতা/দায়বদ্ধকারী/জামিনদাতাগণকে(সকলকেই ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে দায়বদ্ধকারী নিম্নোক্ত মতে তালিকা অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে। সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশের কপি রেজিস্টার্ড ডাকে এডি সহ পাঠানো হয়েছে এবং তার কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকেও পাওয়া যাবে, বেং উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ), ইচ্ছা করলে,সংশ্লিষ্ট কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে যেকোনও কাজের দিন অফিসের সময়ে সংগ্রহ করতে পারেন।
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত দায়বদ্ধকারীগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ টিসিএলকে (টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি এর অধিগ্রহণকারী, এনসিএলটি, মুম্বই কর্তৃক সংযুক্তি প্রকল্প অনুমোদিত)এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে পারেন, সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট নাম অনুযায়ী যা নিম্নোক্ত স্তম্ভ (ঘ) তে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রদানের তারিখ এবং /বা উশুল, ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য নথি/লেখা, যদি কিছু থাকে, সম্পাদিত মতে উক্ত দায়বদ্ধকারীগণ কর্তৃক। ঋণ বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে জামিন হিসেবে নিম্নোক্ত জামিন সম্পদ (সমূহ) উক্ত দায়বদ্ধকারীগণ কর্তৃক টিসিএল এর নিকট দায়বদ্ধ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নং (ক)	উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম (খ)	মোট বকেয়া (টা) নিম্নোক্ত তারিখ মতে (গ)	এনপিএ এবং দাবি নোটিশের তারিখ (ঘ)	জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি/ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি (ঙ)
২১৭৮৫৯০৪ ২১৮২০৬২২ ২১৮১৪৫৪১	১. **ন্যাশনাল প্লাস্টিক হাউসহোল্ড প্রডাক্টস প্রা. লি.** (ঋণগ্রহীতা/দায়বদ্ধকারী) ১০৭/১এ, টালিগঞ্জ রোড, কালীঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০২৬ **আরও :** ৪৫০, এস এন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮ ২. **শ্রী অজিত কুমার শর্মা** (জামিনদাতা ১) ১৬৪/সি/৪৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা - ৭০০০৪৫ **আরও :** ৪৫০, এস এন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮ ৩. **শ্রী সন্তোষ কুমার শর্মা** (জামিনদাতা ২) ২৪৯, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা - ৭০০০৪৫, **আরও :** ৪৫০, এস এন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮ ৪. **শ্রী ধরমবীর শর্মা** (জামিনদাতা ৩) ২৪৯, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা - ৭০০০৪৫, **আরও :** ৪৫০, এস এন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮	লোন অ্যাকাউন্ট পরিমাণ ২১,৯২, ৪০৩.৩০ টাকা (একুশ লাখ বিরানব্বই হাজার চারশ তিন টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা ০৫.০৭.২০২৪ অনুযায়ী	১৮.০৭.২০২৪ এবং ১৪.০৪.২০২৪	(শিডিউলে বিস্তারিত উল্লেখ আছে)

*পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ আরও নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত দাবি নোটিশে তারিখ ১৮.০৭.২০২৪ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে আদায় এবং /বা উশুলের জন্য। যদি উক্ত উত্তরদায়ী আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন টিসিএল এর নিকট উল্লিখিত মতে, পরবর্তীতে টিসিএল উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধি/উত্তরদায়ীগণের ঝুঁকি এবং যাবতীয় দায়দায়িত্বে।
উক্ত উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিগণকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ কোনওভাবেই বিক্রি, ইজারা বা অন্যভাবে টিসিএল এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আইনি সতর্কতা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুল মোতাবেক জেল এবং/বা জরিমানার আওতায় পড়বেন।

তপশিল : নোটিশ নং ১ এর ন্যাশনাল প্লাস্টিক হাউসহোল্ড প্রডাক্টস প্রা. লি.-এর দায়বদ্ধ সম্পদের বিবরণ :

ক্রম নং	যন্ত্রপাতির নাম	সরবরাহকারী
১.	সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মাইক্রোপ্রসেসর কনট্রোলড প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন সার্ভো সহ	পিএএসএল উইন্ডটেক (প্রা) লি
২.	ইনজেকশন ইউনিট অ্যাসেম্বলি (ডিসি ইউনিট)	প্রসপার গ্লোবাল মেশিনস আইএনসি
৩.	ওমেগা ৩৫০ টিসি	ফেরোম্যাটিক মিলাক্রন

তারিখ : ১৮ জুলাই ২০২৪
স্থান : মুম্বই

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

ডি ডি বাণিজ্য প্রা. লি. (CIN : U51909WB1993PTC058375), রেজিস্টার্ড অফিস ৮৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৬, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

.............**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব আর্টিকেলের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"রাজস্থান রাজ্যে"** স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে** পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৮৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৬, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

আবেদনকারীর পক্ষে
ডি ডি বাণিজ্য প্রা. লি.
স্বা/-
অমিত জৈন
ডিরেক্টর
ডিন : ০১০০৫৩৫২

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI **এসবিআই আরএসিপিসি বিধাননগর (১৫৩৪২)**
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি আই পি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪, ফোন নং - ০৩৩-২৩৫৫০১৪৫/০১৩১/০১২৫/০০৩১
ই-মেল - sbi.15342@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : নিমা লামু লেপচা, মো: ৯৬৭৪৭২৬০৫৯ ই-মেল আইডি : sbi.15342@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৮.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

আগ্রহী দরদাতাদের তাদের ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt Ltd.-এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৮.০৮.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৯,৩৯,১৪৫.০০ টাকা (উনিশ লাখ উনচল্লিশ হাজার একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা)** ০২.০৩.২০২৪ **অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তি মোতাবেক হারে জামিন অধীনে** ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **শ্রী জয় সাহা, পিতা প্রয়াত জগন্নাথ সাহা এবং শ্রীমতি অনিমা সাহা, স্বামী প্রয়াত জগন্নাথ সাহা, কামারথুবা ৩ নং সুভাষ বোস রোড, পো. এবং থানা - হাবরা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৬৩** কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য - **১৮,৪০,০০০ টাকা,** বায়না জমা - **১,৮৪,০০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০ টাকা।**

স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-২, ২য়তলে, জি-৪ তলা **'রায় টাওয়ার'** নামে ভবনে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২০ বর্গফুট মৌজা : জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, সিএস দাগ নং ১৪২৯, আরএস দাগ নং ১৪৭০, আরএস খতিয়ান নং ৮১, ওয়ার্ড নং ১৫, হোল্ডিং নং এএস-২০/১৫/১৩৮০/বিএল-জিপি/১১-১২, মৌজা : জ্যাঙ্গরা,বটতলা, পো : রঘুনাথপুর, থানা : রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০০৫৯, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২০-২০০, পৃষ্ঠা ৫০০৬ থেকে ৫০৫৪, দলিল নং ১৫০২০২১৩৯ -২০১৯ সালের তারিখ ২৫.০৭.২০১৯ , সাব রেজিস্ট্রি অফিস ডিএসআর-২, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি অনিমা সাহা, স্বামী প্রয়াত জগন্নাথ সাহা এবং **শ্রী জয় সাহা** পিতা প্রয়াত জগন্নাথ সাহা, কামারথুবা ৩ নং সুভাষ বোস রোড, কামারথুবা, পো এবং থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৬৩।
চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ১৪৭০ (অংশ); **পূর্বে :** ১২ ফুট সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** এ কে পালের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** প্রয়াত শ্রীমতি রাখা সাঁতরার সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ২১.০৮.২০২৪ এবং সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ লিংক https://ebkray.in দেখুন।

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৪
স্থান : বিধাননগর

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা (সম্পত্তির মালিক) এর নাম	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ সমন্বিত)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১	ক) রঘুনাথগঞ্জ শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রী মহ হাবিবুর রহমান ২. শ্রী মহ আবদুস সামাদ পিতা প্রয়াত আয়ুব আলি। জামিনদাতা : মরিয়ম বিবি, স্বামী মহ আবদুস সামাদ, গ্রাম : নয়া বাহাদুরপুর, পো: নূরপুর, থানা : সুতি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন :৭৪২২২৩, পব। শিক্ষা ঋণ : ৫০৩৫৫৫৪১৮৩০	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : খিদিরপুর, জেএল নং ৭৮, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫৬, ১৩৫৭, প্লট নং ২১০, জমির এরিয়া : ০.০৮২৬ একর, খিদিরপুর, পো : ছাবঘাটি এবং থানা : সুতি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২০১, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি : ভিটা, উল্লেখ্য দলিল নং ৭৬১৩ তারিখ ১৫.০৫.২০১৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-নিমতিতা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মহ আবদুস সামাদ এবং মরিয়ম বিবি।**	ক) ১৬.০৫.২০২৪ খ) ২০.০৭.২০২৪ গ) ৭,৩২,৪২৮.৪৪ টাকা (সাত লাখ বত্রিশ হাজার চারশ আঠাশ টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) রঘুনাথগঞ্জ শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী মহ হাবিবুর রহমান গ্রাম : নয়া বাহাদুরপুর, পো: নূরপুর, থানা : সুতি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন :৭৪২২২৩, পব। গৃহ ঋণ : ৫০১৯৬১৭৮২২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা: নয়াবাহাদুরপুর,খতিয়ান নং (আরএস) ৪৪৫, খতিয়ান নং (এলএস) ১৫২৬-৪২৮১, প্লট নং ৯১০, ৯১১, জমির এরিয়া: ৬ ডেসিমেল, নয়াবাহাদুরপুর, পো : নয়াবাহাদুরপুর, এবং থানা : সুতি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২০১, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি : ভিটা, উল্লেখ্য দলিলন নং ১৬৩৫৬ তারিখ ২৯.১১.২০১৩, রেজিস্ট্রিকৃ এডিএসআর-নিমতিতা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী মহ হাবিবুর রহমান। চৌহদ্দি :** উত্তরে: সাধারণ চলার পথ সম্পত্তি, দক্ষিণে : আবদুল হাকিমের জমি, পূর্বে : প্রয়াত সামসুল হক এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : হামেদ আলির সম্পত্তি।	ক) ১৬.০৫.২০২৪ খ) ২০.০৭.২০২৪ গ) ১০,৮৮,৮৩৬.৬৩ টাকা (দশ লাখ অষ্টআশি হাজার আটশ ছত্রিশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩	ক) কান্দি শাকা খ) ১. ঋণগ্রহীতা/ অংশীদারি সংস্থা: মেসার্স এইচ এস অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম গ্রাম এবং পো: কুন্দল, থানা : বারওয়ান, জেলা : মুর্শিদাবাদ (পব) পিন : ৭৪২১৬৮। ২. অংশীদার তথা জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : বাবর আলি, পিতা প্রয়াত ইনাল হক, গ্রাম : কাটনা, পো : নবদুর্গা, থানা : বারওয়ান, জেলা : মুর্শিদাবাদ (পব)। পিন : ৭৪২১৬৮। ৩. অংশীদার তথা জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : ইয়ারুদ্দিন শেখ, পিতা কালু শেখ। গ্রাম : বালিয়াহাট, পো : কান্দি-বালিয়া, থানা : খড়গ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন : ৭৪২১৩৭।	**দায়বদ্ধ সম্পদসমূহ :** ফার্মের মজুত এবং সম্পদসমূহ দায়বদ্ধ অবস্থিত গ্রাম এবং পো : কুন্দল, থানা : বারওয়ান, জেলা : মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন : ৭৪২১৬৮। **বন্ধকদত্ত সম্পদসমূহ :** রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ২২৮/২০২০, তারিখ ১০.০১.২০২০ অবস্থিত মৌজা : কুন্দল, জেএল নং ০১২, থানা : বারওয়ান ,কল্যাণপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন : ৭৪২১৬৮ নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে :	ক) ১৫.০৫.২০২৪ খ) ২০.০৭.২০২৪ গ) ১,৭৪,৪৮,৩৮৭.০০ টাকা (এক কোটি চুয়াত্তর লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ সাতাশি টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ

ক্রম নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	এরিয়া	স্থান	চৌহদ্দি	মালিকের নাম
ক	মৌজা : কুন্দল, জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, শ্রেণি : পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং)	৬০.৭৫ ডেসিমেল	গ্রাম এবং পোস্ট - কুন্দল, থানা - বারওয়ান, কল্যাণপুর-২ জিপি অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৬৮	উত্তরে - প্লট নং ৭৮৮ (বাকি অংশ), দক্ষিণে - প্লট নং ৭৮১, পূর্বে - প্লট নং ৭৭৪, পশ্চিমে - সড়ক	আইয়ারউদ্দিন শেখ পিতা কালু শেখ
খ	মৌজা : কুন্দল, জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, শ্রেণি : পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং)	৬০.৭৫ ডেসিমেল		উত্তরে - প্লট নং ৭৮৮ (বাকি অংশ), দক্ষিণে - প্লট নং ৭৮১, পূর্বে - প্লট নং ৭৭৪, পশ্চিমে - সড়ক	বাবর আলি পিতা আইনল হক
গ	মৌজা : কুন্দল, জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৯, এলআর প্লট নং ১১৪৬	২ ডেসিমেল		-ঐ-	আইয়ারউদ্দিন শেখ পিতা কালু শেখ
ঘ	মৌজা: কুন্দল,জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫	০.৭৫ ডেসিমেল		-ঐ-	-ঐ-
ঙ	মৌজা: কুন্দল,জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫	০.২৫ ডেসিমেল		-ঐ-	আইয়ারউদ্দিন শেখ পিতা কালু শেখ
চ	মৌজা: কুন্দল,জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২	১ ডেসিমেল		-ঐ-	আইয়ারউদ্দিন শেখ পিতা কালু শেখ
ছ	মৌজা: কুন্দল, জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১	২ ডেসিমেল		-ঐ-	আইয়ারউদ্দিন শেখ পিতা কালু শেখ
জ	মৌজা: কুন্দল,জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১	২ ডেসিমেল		-ঐ-	বাবর আলি পিতা আইনল হক
ঝ	মৌজা: কুন্দল,জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫	০.৭৫ ডেসিমেল		-ঐ-	-ঐ-
ঞ	মৌজা: কুন্দল,জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫	০.২৫ ডেসিমেল		-ঐ-	-ঐ-
ট	মৌজা : কুন্দল, জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২	১ ডেসিমেল		-ঐ-	-ঐ-
ঠ	মৌজা : কুন্দল, জেএল নং ০১২, খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ১১২৯, এলআর প্লট নং ১১৪৬	২ ডেসিমেল		উত্তরে - প্লট নং ৭৮৮ (বাকি অংশ), দক্ষিণে - প্লট নং ৭৮১, পূর্বে - প্লট নং ৭৭৪, পশ্চিমে - সড়ক	বাবর আলি পিতা আইনল হক

তারিখ : ২০.০৭.২০২৪/স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

দত্তফুলিয়া শাখা, গ্রাম ও পোস্ট , দত্তফুলিয়া
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০৪

যেহেতু :
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত অফিসার **২৯.০২.২০২৪ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **শ্রীকৃষ্ণ সাহা (ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** পিতা- রঙ্গলাল সাহা, গ্রাম - দত্তফুলিয়া, বাজারপাড়া, পোস্ট - দত্তফুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪১৫০৪ **এবং তুলসী সাহা (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** স্বামী- শ্রীকৃষ্ণ সাহা, গ্রাম - দত্তফুলিয়া, বাজারপাড়া, পোস্ট- দত্তফুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪১৫০৪, আমাদের **দত্তফুলিয়া শাখা**র সাথে -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১৭,৩৬,৬৫০.৫২ টাকা** (সতেরো লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২২ জুলাই, ২০২৪** তারিখে ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১৭,৩৬,৬৫০.৫২ টাকা** (সতেরো লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

শ্রীকৃষ্ণ সাহার জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- দত্তফুলিয়া, জেএল নং ৮৪, খতিয়ান নং আরএস ৭৪৪, এলআর খতিয়ান নং ১৩২২ ও ৭১৩, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২৫৯০, প্লট নং ০২, জমির এলাকার পরিমাপ ৩.০০ শতক, এডিএসআরও রানাঘাট - ২ এর অধীনে দলিল নং আই/৩৪২ তারিখ- ২৫.০১.২০১০ এর অধীনে নিবন্ধিত। পরিবেষ্টিত- উত্তর-গৌর সাহার সম্পত্তি, দক্ষিণ-প্রভাস সাহার বাড়ি, পূর্ব-পঞ্চায়েত কংক্রিট রোড, পশ্চিম-প্রবীর ভট্টাচার্যের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ২২.০৭.২০২৪
স্থান: দত্তফুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম জি
(ইওআই জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে)
অনন্যা উড প্রাইভেট লিমিটেড-কাঠের ব্যবসা পরিচালনকারী
রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন ৫ম তল,
রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অনন্যা উড প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAFCA5351G CIN : U20200WB2005PTC106200
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন, ৫ম তল, রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	৪২,৩২,৯৬ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (কর্পোরেট ডেটরের বরখাস্ত বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : ananyawood.ibc@gmail.com ক্রেডিটরদের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয়পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : ananyawood.ibc@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৭.০৮.২০২৪ (শেষ তারিখ সম্প্রসারিত হয়েছে ১১.০৭.২০২৪ থেকে ০৭.০৮.২০২৪ পর্যন্ত)
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭.০৮.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২২.০৮.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০১.০৯.২০২৪
১৪.	মেমোর‌্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০৬.০৯.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৬.১০.২০২৪
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ananyawood.ibc@gmail.com

অনিল আগরওয়াল
অনন্যা উড প্রাইভেট লিমিটেড এর আরপি বিষয় সম্পর্কিত
IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
তারিখ : ২৩.০৭.২০২৪ এএফএ নং : AA1/10514/02/201124/106365 বৈধ ২০.১১.২০২৪ পর্যন্ত
ইউনিট নং ৫০৮, ৬ষ্ঠ তল, ১৮৬৫ রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০১০৭

ফর্ম জি
রাজগরিয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড-কাঠের ব্যবসা পরিচালনকারী
রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন ৫ম তল,
রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	রাজগরিয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AABCR8486M CIN : U01121WB2000PTC092582
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন, ৫ম তল, রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	৫৯৯,৩৭৯,২৪০ টাকা ২০২২-২০২৩ আর্থিক বর্ষের প্রাপ্ত ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (কর্পোরেট ডেটরের বরখাস্ত বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : rajgariatpl@gmail.com ক্রেডিটরদের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয়পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : rajgariatpl@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৭.০৮.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭.০৮.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২২.০৮.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০১.০৯.২০২৪
১৪.	মেমোর‌্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০৬.০৯.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৬.১০.২০২৪
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	rajgariatpl@gmail.com

অনিল আগরওয়াল
রাজগরিয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড এর আইআরপি বিষয় সম্পর্কিত
IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
তারিখ : ২৩.০৭.২০২৪ এএফএ নং : AA1/10514/02/201124/106365 বৈধ ২০.১১.২০২৪ পর্যন্ত
ইউনিট নং ৫০৮, ৬ষ্ঠ তল, ১৮৬৫ রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০১০৭

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রানাঘাট শাখা, ২০, সুভাষ অ্যাভিনিউ, জেলা , নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১

যেহেতু :
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত অফিসার ০৪.০৫.২০২৪ **তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা- শ্রী প্রণবেশ কুমার মজুমদার,** পিতা-শ্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার ও **জামিনদার- শ্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার,** বাসস্থান- মিলন বাগানপাড়া রামনগর, পোস্ট ও থানা- রানাঘাট, আইসতলা, নদীয়া, পিন - ৭৪১২০১, আমাদের **রানাঘাট শাখা**র সাথে -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১২,৮২,২০৬.০৯ টাকা** (বারো লক্ষ বিরাশি হাজার দুইশো ছয় টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২২ জুলাই, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১২,৮২,২০৬.০৯ টাকা** (বারো লক্ষ বিরাশি হাজার দুইশো ছয় টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।

-: স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :-

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - রানাঘাট, জেএল নং ১৫৫, আরএস খতিয়ান নং ৪১০৩/১, পুরানো এলআর - ৩৯৯৮৭, প্লট / দাগ নং (আরএস-১৬৯৭ ও এলআর-৫১৪৩) ডিড অফ কনভেয়েন্স বিয়িং নং ৬৩৬৬/২৩, জমি - বাড়িজ্জ ফ্ল্যাট নং- সি যার আচ্ছাদিত এলাকা এ ৬০৭.৫০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৭২৯.০০ বর্গফুট, ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ১ সুভাষ অ্যাভিনিউ, আমলকি তলা লেনে জি+৪/ পাঁচতলা ভবনের ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত, পোস্ট - রানাঘাট, থানা- রানাঘাট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১ -এ একটি। **ফ্ল্যাটটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ - ফ্ল্যাটের প্রবেশ পথ হিসাবে সাধারণ করিডোর, সাধারণ সিঁড়ি, ফ্ল্যাট নং- ডি, পূর্ব - কমন প্যাসেজ, পশ্চিম - ফ্ল্যাট নং- বি দ্বারা । **বিল্ডিংটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সুমন দেবের সম্পত্তি, দক্ষিণ- অজয় কুণ্ডুর সম্পত্তি, পূর্ব- সুরজিৎ মুখার্জির সম্পত্তি, পশ্চিম- আমলকি তলা লেন-১ রোড দ্বারা।

তারিখ: ২২.০৭.২০২৪
স্থান: রানাঘাট

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আইসক্রিম গোডাউনের ডিপ ফ্রিজ থেকে রহস্যজনক অবস্থায় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আইসক্রিমের গোডাউনের ডিপ ফ্রিজের ভেতর থেকে রহস্যজনক অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি বাচামারি মোড় এলাকায়। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। ডিপ ফ্রিজের ভেতরে কিভাবে ওই ব্যক্তির দেহ এল সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মৃণাল কান্তি বসু (৪৫)। তাঁর বাড়ি বনগাঁতে। দীর্ঘদিন ধরে এই ওই ব্যক্তির পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামাড়ি এলাকার একটি আইসক্রিমের গোডাউনের গাড়ি চালক হিসেবে কর্মরত ছিল। ওই ব্যক্তি গোডাউনেই রাতে থাকতেন। এদিন সকাল হয়ে গেলেও ওই গাড়ির চালক দরজা না খোলায় সকলের সন্দেহ হয় এবং বাইরে থেকে ডাকাডাকি করলে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। অবশেষে সংশ্লিষ্ট গোডাউনের ম্যানেজার পেছনের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ওই চালককে খোঁজাখুঁজি করে পায়নি। অবশেষে গোডাউনের সব ফ্রিজ খুলে দেখতে গিয়ে আঁতকে গোডাউন ম্যানেজার। দেখা যায় একটি বড় ডিপ ফ্রিজে ওই গাড়ি চালকের মৃতদেহ উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন ভিড় জমায়। এরপরই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা ডিপ ফ্রিজ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। তবে উলঙ্গ অবস্থায় ডিপ ফ্রিজে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে এবং রহস্যর দানা বেঁধেছে। কেনই বা উলঙ্গ অবস্থায় তার মৃতদেহ পাওয়া গেল?

যদিও এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইসক্রিম গোডাউনের মালিক জয়ন্ত পাল চৌধুরী জানিয়েছেন, এই ব্যক্তি আইসক্রিমের গোডাউনের একটি চার চাকার গাড়ি চালাত। রাতে গোডাউনে থাকত। এদিন সকালে গোডাউনের দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় এবং দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকলে প্রথমে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে আইসক্রিমের ডিপ ফ্রিজে তার মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস পাওয়ার জন্যই ওই ফ্রিজে ঢুকেছিল। পাশাপাশি মৃত ব্যক্তি প্রতিনিয়ত মদ্যপান করতেন। সম্ভবত ফ্রিজের ভিতরে থাকাকালীন বাইরে থেকে ডিপ ফ্রিজের ঢাকনা অটো লক হয়ে যাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে সে।

ওই আইসক্রিম গোডাউনের ম্যানেজার সন্তোষ ঘোষ জানিয়েছেন, সকালে এসে দেখি গোডাউনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে। অনেক ডাকাডাকি করলে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। অবশেষে পেছনের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়। অবশেষে তাকে একটি ডিপ ফ্রিজে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলা যাবে যদিও এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

উত্তপ্ত বাংলাদেশ, ফিরছে পড়ুয়া ও পর্যটকরা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: কোটা নিয়ে বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে উত্তর ২৪ পরগনার দুই স্থল বন্দরে। এশিয়ার বৃহত্তম স্থল বন্দর বনগাঁর পেট্রোল ও দ্বিতীয় স্থল বন্দর বসিরহাটের ঘোজাডাঙা দিয়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পড়াশুনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ভারতে ফিরছে। একই অবস্থা পর্যটকদের। শুধু তাই নয় থমকে আছে আমদানি রপ্তানিও। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দুই দেশের ব্যবসা। প্রতিদিনকার মতো এদিনও বাংলাদেশে মেডিক্যাল পড়তে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা দুই স্থল বন্দর দিয়েই ভারতে ফিরেছে। মেডিক্যালের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র দীব্বদীপ মল্লিক জানান, বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। কোটা আন্দোলনের অভিমুখ বদলের জন্য একটি ঘৃণ্য রাজনৈতিক চক্রান্ত চলেছে। ইন্টারনেট বন্ধ। বিমান পরিষেবা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। ভারত থেকে মেডিক্যাল পড়তে যাওয়া বহু ছাত্র-ছাত্রীরাই আটকে আছে। অনেককেই তার পড়াশুনার মেয়াদ শেষ করার আগেই ভারতে ফিরতে হচ্ছে। ভারতীয় পর্যটক অরিত্র নারায়ণ দাস ও রিতা দাস জানান, পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে রাস্তাঘাটে দেখা নেই কোনও যানবাহন, শুনশান অবস্থা। বন্ধের চেহারা নিয়েছে। শুধু রাস্তার উপরে সেনা টহল দিচ্ছে। আমরা ফিরে এসেছি একটা ভয় কাজ করছে। পাশাপাশি বহু বাংলাদেশি সাংবাদিক সে দেশের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে বৈধ নথিপত্র দেখিয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকী তারাও দুশ্চিন্তা রয়েছে পরিবার নিয়ে। এক্সপোর্ট - ইমপোর্ট অর্গানাইজেশন সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, সোমবার কিছু পেঁয়াজ ও লঙ্কার গাড়ি বাংলাদেশে ঢুকেছে। আপতত পচনশীল দ্রব্যই বাংলাদেশে নিচ্ছে। অন্যান্য গাড়ি দুটি পোর্টেই আটকে আছে। পেট্রোলেই ৮১২ টি ট্রাক আটকে আছে। ফলে ব্যবসার প্রভুত ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দ্বারকেশ্বর নদের স্লুইস গেট মেরামত না হওয়ায় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা আরামবাগবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হাজির বর্ষা, সারানো হয়নি দ্বারকেশ্বর নদের স্লুইস গেট বলে অভিযোগ। বৃষ্টি বাড়লে আরামবাগ শহর প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ স্থানীয়দের। তাই দ্রুত স্লুইস গেট মেরামতের পাশাপাশি বসে যাওয়া বাঁধ সংস্কারের দাবি শহরবাসীর। এমনকী দ্বারকেশ্বর নদের বাঁধের ঝোপঝাড় ও আগাছা পরিষ্কার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ স্থানীয় মানুষের। আরামবাগ শহরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর নদ। প্রায় প্রতি বছর বর্ষা কালে দ্বারকেশ্বর নদ উত্তাল হয়ে ওঠে। কখনও দুর্বল স্লুইস গেট দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদের জল শহরে প্রবেশ করে আবার কখনও বাঁধ ভেঙে বন্যার জলে প্লাবিত হয় শহর। বর্তমানে আরামবাগ পুরসভার উপর দিয়ে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদের আধিকাংশ স্লুইস গেটেই সংস্কার না হওয়ায় বন্যা হলে শহর প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রশাসন উদাসীন। সেচ দপ্তরের গা ছাড়া ভাবের মাসুল গুনতে হতে পারে আরামবাগ শহরবাসীকে। জানা গেছে, আরামবাগ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সার্কাস মাঠের কাছে স্লুইস গেট, ৩ নম্বর ওয়ার্ড সুইপার কলোনির কাছে স্লুইস গেট ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধ বসে গেছে। অথচ আরামবাগ সেচ দপ্তরের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। আরামবাগ শহর ভাসার আশঙ্কা। চাঁদুর থেকে দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ পরিষ্কার না হওয়ায় শহরে সাপের উপদ্রব বাড়বে বলেও মত সর্প বিশেষজ্ঞ মহলের। এই বিষয়ে আরামবাগের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সৌরভ দোলুইয়ের দাবি, দ্বারকেশ্বর নদের স্লুইস গেটটি মেরামত করা প্রয়োজন। নদের জল বাড়লে শহর প্লাবিত হতে পারে। সেচ দপ্তরের এই বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। বিজেপি কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, বর্ষা এসে গেছে। নদের জল বাড়লেই বন্যা হবে। তাই তার আগে স্লুইস গেটগুলি মেরামত করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়নি। তাই নদী বাঁধের উপর দু'টি স্লুইস গেট সংস্কার করার দাবিতে সেচদপ্তরকে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, স্লুইস গেট জলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলের স্তর বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। আরামবাগ মহকুমা সেচ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দীনবন্ধু ঘোষ দ্বারকেশ্বর নদের বাঁধে দুটি স্লুইলিস গেটের বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, গেটগুলি বেশ কয়েক বছর ধরে বিকল হয়ে যাওয়ায় আমরা ওই গেট দু'টি নতুন করে বানানোর বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। বাঁধগুলি সংস্কারেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি দ্রুত কাজ হবে। সবমিলিয়ে দ্বারকেশ্বর নদের স্লুইস গেট বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় স্থানীয়রা আতঙ্কিত।

জাতীয় পতাকার জন্মদিন উদযাপনে পড়ুয়াদের তেরঙ্গা উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই ভারতীয় গণপরিষদে সিলেক্টেড হয়েছিল বর্তমান ভারতীয় জাতীয় পতাকার। অর্থাৎ আমরা যে জাতীয় পতাকাকে চিনি, তার জন্মদিন ছিল ২২ জুলাই। সোমবার হাওড়া বাগনান থানা এলাকার ডিএমবি মোড়ে এই কথা জানিয়ে স্কুল ছাত্রদের হাতে জাতীয় পতাকা উপহার দিতে দেখা গেল স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষককে। জানা গিয়েছে, বাগনানের খাঁড়া ছিলামপুর প্রাথমিক স্কুলের সহশিক্ষক মধুসূদন বাগ, এদিন স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলেন। শিক্ষক হওয়ার সুবাদে স্বাভাবিকভাবেই '২২ জুলাই জাতীয় পতাকার জন্মদিন'- এই তথ্যটি জানতেন। তাই এদিন স্কুল যাওয়ার পথে বেশ কিছু জাতীয় পতাকা কেনেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পতাকা উপহার দিয়ে তথ্যটি সকলকে জানানো। আর জাতীয় পতাকার অবমাননা না করা বার্তা দেওয়া। ডিএমবি মোড়ে তিনি বেশ কিছু স্কুল ফেরত কিশোরদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন। পাশাপাশি তিনি ছাত্রদের এও জানান, বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর পতাকা হিসেবে ভারতের জাতীয় পতাকা স্বীকৃত হয়েছে। বলাইবাহুল্য এই তথ্যটি জানার পর ছাত্ররা আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে উপভোগ করলেন বেশ কিছু অভিভাবক এবং পথ চলতি মানুষ যা নজির বলে মনে করছে সকলে।

বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আটক বাংলার বহু মেডিক্যাল পড়ুয়া, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। এর মধ্যে ঢাকায় আটকে পড়েছেন মুর্শিদাবাদের দুই মেডিক্যাল পড়ুয়া। বিমানবন্দরে আটকে রয়েছেন ঢাকা ডেল্টা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র নাসিম হাসান। নাসিম এমসিবিএসের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। তাঁর বাড়ি হরিহরপাড়া। অন্যদিকে বাস, বিমানের টিকিট না পেয়ে ঢাকাতে সুরক্ষিত জায়গায় আটকে রয়েছেন ইসলামপুর নজরুল পল্লির এমববিএসের ছাত্র তৌফিক আহমেদ। 'কোটা' বিরোধী আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। বিক্ষোভ, মিছিল, সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগে ক্রমশ জটিল হচ্ছে ওপার বাংলার পরিস্থিতি। হিংসার আবহে ইতিমধ্যেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল-কলেজ সহ বন্ধ রয়েছে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাসিনা সরকার। তাতে পুরো দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় সে দেশে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না পরিবারের লোকজন। তাতেই ক্রমশ উৎকণ্ঠা বাড়ছে পড়ুয়াদের পরিবারের লোকজনের।

ইসলামপুরের নজরুলপল্লির মণ্ডল তৌফিক আহমেদ অয়ন গত তিন বছর ধরে ঢাকার একটি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পড়ছেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠায় তাঁর পরিবারের লোকজন। পরিবারের দাবি, বৃহস্পতিবার দুপুরে তৌফিকের সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল। তারপর থেকে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ঘটনায় উদ্বিগ্ন পরিবারের লোকজন। টেলিভিশনের পর্দায় তাঁরা চোখ রেখে বসে রয়েছেন। মাঝে মধ্যে মোবাইলে ছেলের ছবি দেখছেন। তবে দুশ্চিন্তা কাটছে না কিছুতেই।

তৌফিকের মা মানসুরা বিবি বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে ছেলের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে। ছেলে তখন জানিয়েছিল ওখানকার পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ। তবে ও আমাদের জানিয়েছিল সুস্থ রয়েছে। তারপর থেকে ছেলের সঙ্গে আর কোনওভাবে যোগাযোগ করতে পারছি না। শনিবার বিকেলে ওর কয়েকজন এলাকার বন্ধু বাড়ি ফিরেছে। ওদের কাছে শুনলাম ছেলে সুস্থ রয়েছে। কিন্তু, তারপরেও কিছুতেই উৎকণ্ঠা কাটছে না। এই পরিস্থিতিতে ছেলে যেন সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে আসতে পারে প্রতিমুহূর্তে সেই প্রার্থনা করছি।

শনিবার বিকেলেই বাংলাদেশ থেকে বাড়ি ফিরেছেন ইসলামপুরের নশিপুরের জান্নাতন নিশা মণ্ডল। তিনিও সেখানকার একটি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস করছেন। মেয়ে বাড়ি আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে পরিবারের লোকজন।

সিউড়ি বড়বাগান শ্রীগোপাল অনুষ্ঠান ভবনে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল পুষ্প বীণা সংগীত শিক্ষা নিকেতনের পক্ষ থেকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো হয় এদিন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গে জল ঢালতে মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ শিবনিবাসে শিবের মাথায় জল ঢালতে ভক্তদের ঢল নেমেছে। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার শিব আরাধনায় মেতেছে হাজার হাজার পুণ্যার্থী। আর এই পুণ্য তিথিতে সকলে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার্চনায় ব্রতী হয়েছে সকলে। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাসে শিব মন্দিরে এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গে জল ঢালতে রবিবার রাত থেকেই মানুষ লাইন দিয়েছে। শ্রাবণ মাসের সোমবার শ্রাবণী তিথিতে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিব লিঙ্গ যেটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত। আর সেই শিব মন্দিরেই চলছে সকাল থেকেই ভক্তবৃন্দের শিবের পূজা অর্চনা। সকাল থেকেই অগণিত মানুষের ঢল নেমেছে মন্দির চত্বরে। চলছে শিবের মাথায় জল ঢালার প্রক্রিয়া। নবদ্বীপ থেকে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাজল নিয়ে কৃষ্ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয় শিবের মাথায় জল ঢালতে। আর এভাবেই গোটা শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার জুড়ে চলবে শিবের মাথায় জল ঢালতে ভক্তদের ভিড়।

আপ দুরন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ফের আপ দুরন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে রবিবার। গত কয়েক মাস আগেই কাঁকসার রাজবাঁধে দুরন্ত এক্সপ্রেসে আগুন লাগার ঘটনায় ট্রেন দাঁড় করিয়ে আগুন নেভানো হয়। এবারও সেই রাজবাঁধ স্টেশনের কাছেই দিল্লি গামী দুরন্ত এক্সপ্রেসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ইঞ্জিনের পরের বগিটির নিচ থেকে বের হতে দেখা যায়। যাত্রীরাও ধোঁয়া বের হতে দেখেন। পানাগড় স্টেশন পার হওয়ার সময় ধোঁয়া দেখতে পেয়ে রেলের আধিকারিকদের জানালে তৎক্ষণাৎ ট্রেনের চালককে জানানোর পর সকাল ১০ টা ১৩মিনিট নাগাদ কাঁকসার রাজবাঁধ স্টেশনে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। আগুন লাগার খবরে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেলের আধিকারিকরা পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে চাকার সঙ্গে ব্রেক বাইন্ডিংয়ের সমস্যা হওয়ায় চাকার সঙ্গে ব্রেক শু অতিরিক্ত ঘর্ষণে ধোঁয়া বের হতে শুরু হয়। প্রথমে ফোম স্প্রে করে আগুন নেভানোর পর। রেলের আধিকারিকরা মেরামতের কাজ শুরু করে। প্রায় ২৫ মিনিট পরে মেরামতের পর ট্রেনটিকে দিল্লির উদ্দেশে পাঠানো হয়। এদিকে এই খবর পাওয়ার পরই সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা সেখানে পৌঁছতেই তাদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে রেলের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটায় রেলের বিরুদ্ধে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যাত্রীদের একাংশ। কয়েকজন যাত্রীর অভিযোগ হাওড়া থেকে ট্রেনটি ছাড়ার সময় ওই ট্রেনের বগিগুলির রক্ষণাবেক্ষণের যারা দায়িত্বে থাকেন তারা এই বিষয়ে কেন নজর দেয়নি, সেই নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তারা।

ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক পুলিশ কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডিউটি করে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম কৃষ্ণচন্দ্র মালিক (৫৫)। তিনি হুগলির চন্দননগর কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। উত্তরপাড়া ট্রাফিকে পোস্টিং ছিল তাঁর।

জানা গিয়েছে, রবিবার ২১ জুলাই অনেক রাত পর্যন্ত ডিউটি করে বাইক চালিয়ে দাদপুরে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। পোলবা থানার সুগন্ধার গোটু ফুটবল মাঠের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর বাইক। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, রাস্তার পাশে হাইড্রেন তৈরির জন্য স্টোনচিপ জড়ো করা ছিল। সেই স্টোনচিপে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন ওই পুলিশ কর্মী। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এক ব্যক্তি বলেন, 'নিকাশি নালা তৈরির জন্য এখানে পাথর ও বালি ফেলে রেখেছে। ফলে যাতায়াতে রোজই অসুবিধা হচ্ছে। জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। রাত্রিবেলা আরও বেশি অসুবিধা হচ্ছে। রবিবার রাতে দেখলাম একটা বাইক এখান দিয়ে যাওয়ার সময় পড়ে গেল। সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। আমরা গিয়ে দেখলাম প্রচুর রক্ত পড়ে রয়েছে।'

এই বিষয়ে হুগলি জেলা পুলিশের (গ্রামীণ) এক উচ্চপদস্থ অধিকারিক জানান, কৃষ্ণচন্দ্র মালিকের উত্তরপাড়া ট্রাফিক গার্ডে পোস্টিং ছিল। মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় সুগন্ধা সংলগ্ন গোটু ফুটবল মাঠের কাছে ঘটে যায় দুর্ঘটনাটি। রাত্রিকালীন টহলরত পুলিশের ভ্যান তাঁকে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আউশগ্রামে চোলাই মদ তৈরির ঠেক ভাঙল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কাঁকসা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আউশগ্রামে বেশ কয়েকটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে চোলাই মদ তৈরির ঠেক ভাঙল পুলিশ।

রবিবার কাঁকসা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামে পানাগড় আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। সোমবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। এদিন প্রথমে কাঁকসার মিনিবাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পরে বেলডাঙা পার করে জঙ্গলে বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে খালি হাতে বেরিয়ে আসতে হয় আধিকারিকদের। পরে আউশগ্রামের রাঙাখোলা গ্রামে অভিযান চালায় আবগারি দপ্তর। এদিন রাঙাখোলা গ্রামে আদিবাসী পাড়ায় এক ব্যক্তির ঘর থেকে উদ্ধার হয় চোলাই মদ তৈরির সরঞ্জাম। যদিও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন গ্রামে প্রবেশ করতেই গ্রামবাসীরাই আবগারি দপ্তর ও পুলিশকে সহযোগিতা করে। এবং যে সমস্ত এলাকায় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে চোলাই মদ তৈরির কারবার চলছিল সেই সমস্ত এলাকাগুলি স্থানীয়রা পুলিশকে ও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের দেখিয়ে দেয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় পুলিশের নজর এড়িয়ে রমরমিয়ে চোলাই মদ তৈরি কারবার চলছিল। চোলাই মদ খেয়ে গ্রামের মানুষ নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকত সারাদিন। মদ খাওয়ার ফলে নিত্যদিন বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকতো। তাই বাধ্য হয়ে তারা আবগারি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গ্রামবাসীদের কাছে খবর পাওয়ার পরই কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকায় অভিযানে নামে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার, গ্যাসের স্টোভ সহ চোলাই মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। আধিকারিকরা জানিয়েছেন বেশ কিছুদিন ধরে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে তারা এই বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের কাছে অভিযোগ পাওয়ার পরই তারা অভিযানে নামেন। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তারা গ্রামে প্রবেশ করার খবর পেয়েই বাড়ির সকলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। চলাই মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে এবং অন্যান্য জিনিস নষ্ট করা হয়েছে। পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের এই অভিযানে খুশি এলাকার মানুষ।

সমিতির সিদ্ধান্ত না মানায় হিমঘরে গন্ডগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: অনির্দিষ্টকালের জন্য হিমঘরগুলিতে কর্মবিরতির ডাক দিয়ে সোমবার থেকে হিমঘরগুলি থেকে কোনও আলু নামানো হবে না বলে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করেছে। তারপরেও অ্যাসোসিয়েশনের সেই সিদ্ধান্ত অমান্য করে

চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বকছড়ি খান হিমঘরের

একটি শেডে আলু নামানোকে কেন্দ্র করে হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতির তুমুল বচসা বেধে যায়। চলে কথা-কাটাকাটি। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমঘরে উভয়পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়।

জানা গেছে, কর্মবিরতি থাকা সত্ত্বেও বকছড়ি এলাকার এই হিমঘরের শেডে আলু নামার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হিমঘরে পৌঁছন পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির চন্দ্রকোনা টাউন ইউনিটের পদাধিকারী সহ জেলার সদস্যরা। সমিতির আধিকারিকরা পৌঁছতেই শুরু হয়ে যায় হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতির তুমুল বচসা ও কথা কাটাকাটি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকেলে উভয়পক্ষ হিমঘরে বৈঠকে বসে। দীর্ঘ বৈঠকের পর গন্ডগোলের সমাধান হয়। কোল্ড স্টোর কর্তৃপক্ষ মাল নামাবে না বলে জানিয়ে দেয়। স্টোর মালিক গফুর খাঁন জানিয়েছেন সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।

পুলিশের হাতে আটক জাল লটারি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল দক্ষিণ থানা ও আসানসোল উত্তর থানার যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হল প্রায় ৯ লক্ষ জাল লটারি। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৯০ লক্ষের কাছাকাছি। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করে সোমবার আসানসোল আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি থেকে ট্রেনে করে জাল লটারি আনা হচ্ছে এবং স্টেশনের বাইরে থেকে এই লটারি শিল্পাঞ্চলের কোন প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হবে, এমনই খবর আসে পুলিশের কাছে। সেই মতো পুলিশ নজরদারি শুরু করে পরে আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত কালিপাহাড়ি নাকা পয়েন্টে একটি অটোকে আটক করে। সেই অটোতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় নয় বস্তা জাল লটারি। ঘটনায় ওই অটো ড্রাইভার সহ এক যাত্রীতে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি বিশ্বজিৎ নস্কর বলেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিপাহাড়ি নাকা পয়েন্টের কাছে ওই অটোটিকে আটক করা হয়। অটোর মধ্যে থেকে জাল লটারি আটক করা হয়েছে। সম্ভবত ভিন রাজ্য থেকে এই লটারি ছেপে শিল্পাঞ্চলে আনা হচ্ছিল সম্ভবত পাণ্ডবেশ্বর এলাকাতে এই লটারি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করে সংশোধিত নতুন আইনে আসানসোল আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে কারা কারা জড়িত তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, শিল্পাঞ্চল জুড়ে জাল লটারি রমরমা কারবার নিয়ে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। এই লটারির সাবেকি নাম ঝাড়খণ্ড লটারি। শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি লটারি বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে গোপনভাবে জাল লটারি বিক্রি করে লটারি ব্যবসায়ীরা। সরকারি লটারি পুরস্কার প্রাপ্ত নম্বরের অনুকরণ করে এই লটারি খেলা হয়। জাল লটারিতে কেউ মোটা অঙ্কের পুরস্কার পেলে তা দিতে অস্বীকার করে লটারি ব্যবসায়ী এমনও ঘটনা ঘটেছে অতীতে। কারণ, এক্ষেত্রে অবৈধ লটারি কেনা প্রতারিত ব্যক্তিরা থানার দ্বারস্থ হতে পারেন না।

কাঁকসার আড়া শিবমন্দিরে ভক্তদের ভিড়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালা মানেই শিব ভক্তদের কাছে পুণ্য অর্জন করার বিশেষ দিন। তাই প্রতিবছরের মতো এ বছরও কাঁকসার আড়া শিব মন্দিরে সোমবার সকাল থেকেই শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য ভক্তদের লম্বা লাইন চোখে পড়ে। বহু প্রাচীন এই শিব মন্দিরে দূর দূরান্ত থেকে শিবের ভক্তরা শিবের মাথায় জল ঢালতে মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমান। এবছরও শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই লম্বা লাইন ছিল। শুধুমাত্র পশ্চিম বর্ধমান জেলা নয়, আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে ভক্তরা এই মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসেন। শোনা যায়, রাজা বল্লাল সেনের আমলে তৈরি হয় এই শিব মন্দির। যা রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির নামে পরিচিত। ভক্তরা

অনেকেই মন্দিরের দুই প্রান্তে অবস্থিত দামোদর এবং অজয় নদ থেকে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে শিবের মাথায় জল ঢালেন। প্রতিবছরের মতো এ বছরও শ্রাবণ মাস উপলক্ষ্যে বসেছে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা। ভক্তদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয় তাই গোটা মন্দির প্রাঙ্গণে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে সাধারণ মানুষকে মন্দিরে প্রবেশের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিড় এড়িয়ে ভক্তদের জল শিবের মাথায় ঢালতে সুবিধা হয় তাই মন্দিরের বাইরে একটি চোঙের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে জল ঢাললে পাইপের মাধ্যমে জল সোজা শিব লিঙ্গের মাথায় এসে পড়ছে। এছাড়াও মন্দির প্রাঙ্গণে যাতে কোনও রকম অপরাধজনিত ঘটনা না ঘটে। তাই মন্দির সহ আশেপাশে লাগানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও ভক্তদের সুবিধার্থে ক্যাম্প করা হয়েছে। যেখান থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করছেন তারা। এই মন্দির প্রাঙ্গণেই এক যুবককে শিবের সং সেজে হাতে ডুগডুগি বাজিয়ে ভক্তদের মনোরঞ্জন করতে দেখা যায়। ওই যুবক জানিয়েছেন, তিনি বিভিন্ন সময় নানান দেবতার সং সেজে ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়ান। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অর্থ দিয়েই তার সংসার চলে। সোমবার যেহেতু হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হবে তাই ভালো রোজগারের আশায় তার শিব সাজা।

অন্যদিকে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসা শিবের ভক্তরা জানিয়েছেন, মন্দিরের বাবা শিব অত্যন্ত জাগ্রত। এই মন্দিরে অনেকেই নিজের মনস্কামনা করে তার ফল পেয়েছেন। সেই কারণে বহু মানুষ আজও ভক্তি শ্রদ্ধা এবং আস্থার উপর বিশ্বাস করে প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসেন।

নিট কেলেঙ্কারি ‘বেনিয়ম’ মেনেও ইস্তফায় নারাজ শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: সংসদে দাঁড়িয়ে নিটে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ কার্যত মেনে নিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তবে তাঁর দাবি, যে বেনিয়ম হয়েছে, সেটা অতি সামান্য এবং একটি মাত্র পরীক্ষাকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। যদি এটা নিয়ে জবাবদিহি করতেই হয়, তাহলে সেটা সার্বিকভাবে করতে হবে নরেন্দ্র মোদির সরকারকে।

সোমবার অধিবেশনের শুরুতেই নিট নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে ধরেন বিরোধীরা। একযোগে বিরোধীরা দাবি করেন, নিটে ‘অনিয়মের’ ফলে ২৪ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। লাগাতার প্রশ্নফাঁস রুখতে কেন্দ্র কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে জানতে চাওয়া হলে ধর্মেন্দ্র দাবি করেন, ‘এসটিএ গঠন করার পর গত সাত বছরে কোনওরকম প্রশ্নফাঁসের কোনও প্রমাণ নেই। গত সাত বছরে দেশে ২৪০টি পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু কোনওটিতেই প্রশ্নফাঁস হয়নি। ৭০ তো দূর, একটিও না!’ তবে নিটে যে বেনিয়ম হয়েছে সেটা মেনে নিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। তাঁর দাবি, ‘সম্প্রতি যে ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বিহারের পাটনার কাছাকাছি একটি এলাকায় একটিমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্রে হয়েছে। বিহার পুলিশের সক্রিয়তার কারণে ধরা পড়েছে। সিবিআইও তদন্ত শুরু করেছে। বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে আছে। সমস্ত তথ্যও প্রকাশ্যে এসেছে।’ ইস্তফা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই কার্যত ফুঁসে ওঠেন মন্ত্রী।

তিনি স্পষ্ট করে বলে দেন, ‘আমি নরেন্দ্র মোদি স্যারের ইচ্ছায় এই সরকারে আছি। দায়বদ্ধতার প্রশ্ন যখন আসবে, দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্ন যখন আসবে, আমার সরকার একজোট হয়ে তার উত্তর দিতে বাধ্য।’ যা শুনে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন রাহুল গান্ধি। বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘আপনি তো দেখছি, নিজেকে ছাড়া সবাইকে দায়ী করছেন। দেশের কোটি কোটি মানুষ জানেন, এ দেশে পয়সা থাকলেই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে কিনে নেওয়া যায়।’ পালটা দেন ধর্মেন্দ্র। তিনি আবার বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা যে ভাবে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার নিন্দা করছেন, তা নিন্দনীয়।’

বিহারকে ‘বিশেষ মর্যাদার প্যাকেজ’ দিচ্ছে না কেন্দ্র, জানাল অর্থ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: জেডিইউ-এর দাবি সত্ত্বেও বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দিচ্ছে না কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকার বিহার-সহ দেশের অন্য অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলে অর্থ মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছিলেন নীতীশ কুমারের দলের সাংসদ রামপ্রীত মণ্ডল। অর্থ মন্ত্রকের তরফে অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধরি লিখিত জবাব দিয়ে জানিয়েছেন, বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই সিদ্ধান্তের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন মন্ত্রী। ঘটনাচক্রে, তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হওয়ার আগেই নির্মলা সীতারামনের মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে এসেছে। শাসক জোট এনডিএ-র শরিক জেডিইউ-এর দাবি পূরণ না হওয়ায় বিজেপি এবং নীতীশের দলকে কটাক্ষ করেছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডি।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের প্রস্তাব মোতাবেক কয়েকটি মাপকাঠি বিশ্লেষণ করে কিছু রাজ্যকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হত। এই শর্তগুলির মধ্যে ছিল, রাজ্যটিকে পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত হতে হবে, রাজ্যটির জনঘনত্ব কম থাকবে এবং জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ হবে। শর্তগুলির মধ্যে এ-ও রয়েছে যে, রাজ্যটি প্রতিবেশী দেশের সীমান্তবর্তী হবে কিংবা তার ভৌগোলিক অবস্থান কৌশলগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে। একই সঙ্গে রাজ্যটি অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ হবে। জেডিইউ সাংসদের প্রশ্নের উত্তরে অর্থ মন্ত্রকের তরফে লেখা হয়েছে, ‘বিহারের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা সংক্রান্ত আর্জি খতিয়ে দেখার জন্য ২০১২ সালের ৩০ মার্চ একটি আন্তর্মন্ত্রক গোষ্ঠী রিপোর্ট পেশ করেছিল। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না।’ এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ শরিক দল হওয়া সত্ত্বেও জেডিইউ-এর দাবি পূরণ না হওয়ায় কটাক্ষ করেছে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র শরিক আরজেডি। এক্স হ্যান্ডলে লালুর দলের তরফে লেখা হয়, ‘নীতীশ কুমার এবং জেডিইউ নেতারা ক্ষমতার ফল ভোগ করছেন আর বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা নিয়ে নাটুকে রাজনীতি করছেন’

কমলা, গ্যাভিন, গ্রেচেন—প্রেসিডেন্ট দৌড়ে কে এগিয়ে?

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই: নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন জো বাইডেন। তার পর থেকেই মার্কিন রাজনীতিতে বড়সড় প্রশ্ন, এবার তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী কে হবেন? উল্লেখ্য, ডেমোক্র্যাট কর্মীদের ভোটে জিতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন বাইডেন। তাহলে কি আবারও নির্বাচন হবে ডেমোক্র্যাটদের অন্দরে? নাকি বাইডেনের রানিং মেট কমলা হ্যারিসকেই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করে দেওয়া হবে? একাধিক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে মার্কিন মুলুকে।

ডেমোক্র্যাট নিয়ম অনুযায়ী, রানিং মেট হলেও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে সবুজ সংকেত পাবেন না কমলা।

গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত সুদান, খাবার ও পানীয় জল পেতে ধর্ষণের শিকার মহিলারা

খার্তুম, ২২ জুলাই: সেনা ও আধাসেনার লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের জন্য কার্যত নরকে পরিণত হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্র সুদান। খাবার নেই, জল নেই, চারিদিকে শুধু গুলি ও বোমার শব্দ। তার চেয়েও ভয়াবহ আকার নিয়েছে সাধারণ মানুষের উপর সেনাবাহিনী নির্যাতন। জীবনযুদ্ধে কোনওমতে টিকে থাকা সেখানকার মহিলাদের দাবি, সামান্য খাবারের জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হচ্ছে তাঁদের। অভিযোগ, খাবার ও জল পেতে মহিলাদের লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে। সেখানে স্পষ্টভাবে সেনার তরফে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, খাবার পেতে হলে আগে যৌন সম্পর্ক করতে হবে তার পর মিলবে খাবার। পেটের তাগিদে সেই নির্যাতন মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন মহিলারা। গত বছর থেকে গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত সুদানের বড় শহর ওমদুরমান থেকে পালিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। যারা পালিয়ে যেতে পারেননি তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সংবাদ মাধ্যমের এক

শেষ হল এইচসিএল টেক গ্রান্টের অষ্টম সিম্পোসিয়াম

নয়ডা, ২২ জুলাই: এইচসিএল টেক গ্রান্ট প্যান ইন্ডিয়া সিম্পোসিয়াম শেষ হল দিল্লিতে। সিএসআর-এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয় এই সিম্পোসিয়ামে। নয়াদিল্লির চিন্ময়া সেন্টার অফ ওয়ার্ল্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং -এ সিএসআর-এর ইকো সিস্টেমের প্রভাবের থিম নিয়ে আলোচনা হয়। প্রায় ৪০০ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হয়েছিল। প্যান ইন্ডিয়া সিম্পোসিয়ামের এটি ছিল অষ্টম পর্ব। দেশের সাসটেইনেবল রুরাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এইচসিএল টেক গ্রান্ট প্যান ইন্ডিয়া সিম্পোসিয়াম সিরিজ একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। যেখানে সামাজিক উন্নয়ন কল্পে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সামাজিক সংগঠন নিজস্ব নেটওয়ার্ক গঠন করে নিজেদের মতামত আদানপ্রদান করতে পারে।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender hereby invited by the undersigned against **N.I.T No – 1/2024-25 - Dated -19/07/2024-12** Nos scheme under 15th C.F.C (Untied) Fund & **N.I.T No–2/ 2024-25-Dated-22/07/2024–9** nos scheme under 15th C.F.C(Tied) fund . Bid Submission End Date: **27/07/2024 upto 11.00 AM & 30/07/2024 upto 3 P.M** respectively. Technical Bid Opening Date - **29/07/2024 & 01/08/2024**. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.

Sd/-Prodhan
Chandpara Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/125/24-25 Dated 20.07.2024	Construction of under ground Pipe Line [Pipe dia=600mm(NP3)] Length - 65 m at Santikunja in Ward no. 01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.6,54,754.00
WBMAD/ULB/ RSM/128/24-25 Dated 20.07.2024	Bulla Pilling at near of Bhanga Mandir in Ward No - 06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.5,61,091.00

Bid Submission end date: **01.08.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide memo no. 02/Data **Entry-NSAP/P.Cell/ C.M/ 2024-2025,Dt:-22/07/ 2024** for Data entry works of NSAP Scheme of this ULB. For further information please visit Chakdaha Municipal Office or Municipal Notice Board.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,১৬১.১৭	১,১৬০.০৩	১,১১০.২২	৫,৩৭০.৪৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	২৪৭.৯৩	৪৫৮.৫৮	২৩৫.৩৭	৬৫০.৮০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৪৭.৯৩	৪৫৮.৫৮	২৩৫.৩৭	৬৫০.৮০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৬০.০০	৩৬৮.৫৩	১৯৫.৮৪	৫৩৩.৫৯
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	২৭৩.৪০	৭৮৮.১২	২০৩.৭০	৯৬৮.৬৪
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)	-	-	-	১৮,৮১২.৪৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (বার্ষিকীকৃত নয়)(১০/- টাকা প্রতি)				
	- মৌলিক	৮.৪০	১১.৯০	৬.৩৩	১৭.২৪
	- মিশ্রিত	৮.৪০	১১.৯০	৬.৩৩	১৭.২৪

দ্রষ্টব্য :-

১. উপরিউক্ত কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা ২২ জুলাই, ২০২৪ তারিখে তাদের সভায় পর্যালোচিত এবং ২২ জুলাই, ২০২৪ তারিখে পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক তাদের সভায় গৃহীত এবং সংস্থার বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা এর সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২. পূর্ববর্তী বছরের অন্যান্য আয়ের মধ্যে রয়েছে তামিলনাড়ুর আরালভাইমোঝিতে অবস্থিত উইন্ডমিল জমি বিক্রয়ের উপর মুনাফা ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য ৫৫২.৯৬ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ৫১১.৪৮ লক্ষ টাকা ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য সম্পর্কিত।
৩. এই স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এর সাথে সংশোধিত হয়েছে।
৪. সংস্থাটি চা, শক্তি এবং বিনিয়োগ হিসাবে তার ব্যবসায়কে তিনটি বিভাগে সংগঠিত করেছে যা ‘‘সেগমেন্ট রিপোর্টিং’’ নীতির ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস -১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৫. ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের রাশি সমূহ, পূর্ণ আর্থিক বর্ষের বিষয়ে নিরীক্ষিত রাশি সমূহ এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সমাপ্তি পর্যন্ত ইয়ার-টু-ডেট রাশি সমূহের মধ্যবর্তী ভারসাম্যরক্ষাকারী রাশি।
৬. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২.০৭.২০২৪

NIT No. 02/K of A.E., Kandi P.W.D. of 2024-25)

Notice is Invited by A.E.P.W.D. Kandi Sub- Division for different works. The last date & time of Application **29.07.2024 up to 2.00 P.M** and last date & time of dropping tender **01.08.2024 up to 2.00 P.M.** All other details may be seen in the Noticed Board and in this office on all working days within office hours.

Sd/-
Assistant Engineer (P.W.D), Kandi Sub- Division.

OFFICE OF THE BERABERIA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER

e-Tender **NIT No. BGP/ Tender / 2024-25/03,Dt.19.07.2024 Tender Id 2024_ZPHD_718712_1, 2024_ZPHD_718712_2,2024_ZPHD_718712_3**, 3 No. of Installation of Water Treatment Unit . & NIT No.**BGP/Tender/2024-25/04, Dt. 19.07.2024.** Tender Id 2024_ **ZPHD_718775_1**, 1 No. of Construction of Pucca Drain. Date of closing **01.08.2024 up to 12.00 Noon.** Website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/ Prodhan
Beraberia Gram Panchayat
Amdanga Panchayat Samity
North 24 Parganas.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

Asansol

Notice Inviting E-Tender

N.I.E. ET. No. 15/PW/Eng/24 dated 22.07.2024
N.I.E. ET. No. 16/PW/Eng/24 dated 22.07.2024

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details Please contact Tender Cell, AMC.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS

ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No. 2024_ZPHD_718668_1, to 2024_ZPHD_718668_3 is dated 22-07-2024.** Last date of tender dropping **29-07-2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of the tenders **02-03-2024 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIT NO. : 01 OF 2024-25

Online Tender has been invited from bonafide agencies for 4 nos. different types of work under Basirhat Municipality. Tender Start Date: **23.07.2024 at 9.00 am.** Closing Date: **31.07.2024 upto 12.30 pm.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-04 of 2024-25 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for 2 no. Emergency laing of Pipeline laying under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **23.07.2024 at 9.00 am.** Closing Date:**07.08.2024 upto 4.00 pm.** For more information,visit:**www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 02(2nd Call)/2024-25
Publishing & Submission Start Date: **22.7.2024 from 2.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **30.7.2024 up to 12.00 PM**
Bid Opening Date: **1.8.2024 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **06 nos.** different development work(s) vide **Memo No. :- 88/SBGP/24 & e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 03/24-25, Date: 22.07.2024.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **22.07.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **29.07.2024 up to 11:00 AM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **01.08.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

Office of the BHAKURI-II GRAM PANCHAYAT
Vill- Belpukur, P.O.- Balarmpur, P.S. & Block- Berhampore Dist- Murshidabad, Pin-742165
E-mail- bhakuri2gp@rediffmail.com

Notice Inviting e-Tender **No- 01/5th SFC & 15th FC/2024-25 and NIeT No-02/15th FC (Tied)/2024-25**, Download Tender Documents from **23/07/2024 at 12.00 hours.** Tender Documents Submission from - **23/07/2024 at 13.00 hours.** Tender Documents Submission upto - **02/08/2024 at 17.00 hours.** Technical Bid Opening - **05/08/2024 at 11.00 hours.** Financial Bid Opening - **06/08/2024 at 11.00 hours.**

Sd/- PRODHAN
Bhakuri-II Gram Panchayat
Berhampore Block, Murshidabad

BONGAON MUNICIPALITY

Sinking of drinking water Tube-well in different wards within Bongaon Municipality under BADP. **Tender reference–WBMAD/BM/BADP/ 26/2024-25/PWDdt.22.07.2024. Group No.-Tender ID- 2024_MAD_719091_1.** 1.Bid Submission Start date – **22.07.2024 at 18:00 hrs.** 2. Date & Time of Pre-bid meeting- **26.07.2024 at 14:00 hrs.** 3.End date – **30.07.2024 at 11:00 hrs.** 4.Bid opening date :- **01.08.2024 at 11:00 hrs.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/
Chairman
Bongaon Municipality

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **21 nos. Laying and Distribution line with UPVC Pipes for drinking water supply at different places (Stated below) within Ghatal Municipality under 15th FC tied Fund as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-2e/2024-25, Date: 22.07.2024, Tender ID: 2024_MAD_7171334_1 to 21.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 230/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-04/2024-25 and Memo No.: 231/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-05/2024-25, Date: 22.07.2024** for 04 (Four) nos. scheme under **15th FC (Tied & Untied) Fund.** Bid Submission Start Date: **22.07.2024 from 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date: **30.07.2024 up to 01:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **01.08.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office. **Sd/-**

Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028

“DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website “wbtenders.gov.in.” e_tender for- “Supply/Fitting and Fixing of 500 pairs of Twin Bins with MS stand coated with corrosion preventive spray paint, to be installed at various locations - under 15th FC” Refer etender for more details. e-NIT No / eTender Ref No: 362/DDM/GEN/2024 Dtd 22.07.2024, Last Date for Dropping Bids is 07.08.2024 and technical bid opening is 09.08.2024.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট: www.lnbgroup.com
CIN NO. L51909WB1995PLC071730

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৩)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ নিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৩)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৪৫২.৫০	৬৮৭.৭১	২,৪০১.৯৪	৬,৪৪৪.৩৪	২,৮৫৫.০৮	২,৪২০.৩১	২,৭৩২.১০	৯,২৫৬.৪১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	২,০২১.০৭	১২.৭৭	১,৯১০.৩৮	৪,১৭২.৫৯	৩,৪৬৬.৮২	৫৪৮.৯৯	২,৮৫৭.২৪	৬,৩৫২.৫২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২,০২১.০৭	১২.৭৭	১,৯১০.৩৮	৪,১৭২.৫৯	৩,৪৬৬.৮২	৫৪৮.৯৯	২,৮৫৭.২৪	৬,৩৫২.৫২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,৬৯০.৫৩	১৫৭.৯৯	১,৫৩১.৩৪	৩,৪৮৯.৩৭	৩,০৪৭.১৬	৫২০.০০	২,৪৬৭.৮২	৫,১৫৮.৮৮
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য (লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত [সময়কালের জন্য (করপরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৭,২৫৯.১৭	২,০১৩.৩১	৪,৬৪৬.১৪	১২,৯৮০.৩৮	১২,৪৮০.২৮	১০,৯৪৪.৪৩	৯,৫৮৫.৪৬	৩২,১৮৬.৮১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)								
	মৌলিক	৬.২০	০.৫৮	৫.৬১	১২.৭৯	১১.২৯	১.৯৩	৯.১৫	১৯.১২
	মিশ্রিত	৬.২০	০.৫৮	৫.৬১	১২.৭৯	১১.২৯	১.৯৩	৯.১৫	১৯.১২

দ্রষ্টব্য:

১. উপরের ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং ২২ জুলাই, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব স্ব সভায়, কিরণ ব্যাপার লিমিটেড (‘দ্য কোম্পানি’)-এর পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উপরের ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ (‘ইন্ড এএস’) অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (‘দ্য অ্যাক্ট’)-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত (সংশোধিত মতো)।
৩. ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের রাশি সমূহ, পূর্ণ আর্থিক বর্ষের বিষয়ে নিরীক্ষিত রাশি সমূহ এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সমাপ্তি পর্যন্ত ইয়ার-টু-ডেট রাশি সমূহের মধ্যবর্তী ভারসাম্যরক্ষাকারী রাশি যা সীমায়িত নিরীক্ষণ সাপেক্ষ।
৪. উপরেরটি, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে অর্থাৎ **www.bseindia.com** -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com.**-এ।

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ জুলাই, ২০২৪

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/127/24-25 Dated 20.07.2024	Bulla Pilling at 52Pally in Ward No - 04 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.11,00,620.00

Bid Submission end date: **07.08.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Painta-I Gram Panchayat
Chhotobainan, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

Sealed Tender in separate sealed cover are hereby invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **5 nos.** development works vide **NIT No.: 315/P-I/2024 & 316/P-I/2024, Date: 19.07.2024.** Last Date of dropping of Sealed Tender Form: **on or before 29.07.2024 up to 12:00 PM.** Date and Time for Opening of Technical Bid: **31.07.2024 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Painta-I Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/126/24-25 Dated 20.07.2024	Construction of bituminous road of Length - 100 m, Width-6.2 m At Santikunja in Ward no.01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 3,26,029.00

Bid Submission end date: **01.08.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL STATE COUNCIL FOR SCHOOL GAMES & SPORTS
Under School Education Department, Govt. of West Bengal
Bikash Bhavan, 7th Floor, Salt Lake City, Kolkata-700091
Phone: (033) 2335-7370, E-Mail: wbscsgs@gmail.com

E-TENDER NOTICE

E-Tender Ref. No.: WBSCSGS/HGS/01/2024-25

On behalf of the West Bengal State Council for School Games and Sports invites online bids for E-Tender Documents for **Event Management (Catering Services, Accommodation, Decoration and other items) for Opening Ceremony and Organizing of State School Games/National School Games/Pre-Subroto Cup State Level Football Championship/JN Hockey Championship/ID Parade/RD Parade/Jai Hind Bahini Programmes, NSG participation & other events at different districts within the State including other States of the Country and International participation** from reputed bonafied Event Management Company or Agency having experience on similar nature of works. Please visit the following website for more details: **https://wbtenders.gov.in**

Date : 22.07.2024

Sd/-
Hony. General Secretary

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি,** দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা–৭০০ ০৯০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** দুই বছরের জন্য শিডিউল ইন্সপেকশন চলাকালীন বিএইচইএল মেক এসি (এমআর৩০০) রেকে আউটসাইড এজেন্সি দ্বারা ইক্যুইপমেন্টের ব্লোয়িং। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,১৯,৭৪৫.৪০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৬,৪০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি–এর অফিসে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**

ই–টেন্ডার নং. এমআর–ইএল–আরএস–এনওএ–ওটি–২৩–২৪–০৬আর১

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ড্রেসিং রুম কি পান্ডিয়াকে চায়নি, তাই টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক সূর্য ?

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সহ-অধিনায়ক ছিলেন হার্দিক পাণ্ড্য। বিশ্বকাপ জেতার পরে রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার পরে মনে করা হয়েছিল, হার্দিকই হবেন ভারতের নতুন অধিনায়ক। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে সূর্যকুমার যাদবকে টি-টোয়েন্টি দলের নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে। কেন হার্দিকের বদলে সূর্যকে দায়িত্ব দেওয়া হল? জবাব দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর।

অধিনায়ক হিসাবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে সোমবার রওনা হচ্ছেন সূর্যেরা। তার আগে মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠক আগরকরকে সবচেয়ে বেশি এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় যে, কেন হার্দিকের বদলে সূর্যকে অধিনায়ক করা হয়েছে। প্রথম লাইনেই সম্ভবত হার্দিককে অধিনায়ক না করার কারণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। আগরকর বলেন, তআমরা এক দিনে অধিনায়ক নির্বাচক করিনি। অনেক দিন ধরে আলোচনা হয়েছে। সাজঘর থেকে খবর নিয়েছি। তার পরেই নতুন অধিনায়ক হিসাবে সূর্যকে ভেবেছি।

আগরকরের এই কথায় প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সাজঘরে হার্দিকের ভাবমূর্তি খুব একটা ভাল নয়? সতীর্থদের সঙ্গে কি তাঁর সম্পর্ক খারাপ? সেই জন্যই কি সূর্যকে বেশির ভাগ ক্রিকেটার অধিনায়ক হিসাবে দেখতে চেয়েছেন? সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানাননি আগরকর। তবে তিনি এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবেই সূর্যকে অধিনায়ক করা হয়েছে। আগরকর বলেন, আমাদের হাতে সময় আছে। পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দু'বছর পরে। আশা করি সূর্য ভাল ভাবে নেতৃত্ব দেবে।

পাশাপাশি হার্দিকের চোট পাওয়ার প্রবণতার কথাও টেনে এনেছেন আগরকর। তিনি বলেন, হার্দিক দলের খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। কিন্তু ওর ফিটনেসের সমস্যা আছে। ও খুব চোটপ্রবণ। সূর্য অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য। ওর ক্রিকেটের মস্তিষ্ক ভাল। আশা করছি ওকে প্রায় সব ম্যাচেই পাওয়া যাবে।

চোট সারিয়ে ক্রিকেটে ফেরার পরে আইপিএলে বার বার বিতর্কে

জড়িয়েছেন হার্দিক। রোহিতকে সরিয়ে তাঁকে অধিনায়ক করায় মুম্বইয়ের সাজঘর দু'ভাগ ভাগ হয়ে যাওয়ার খবর বেরিয়েছিল। আইপিএলে খারাপ খেলার পরে ক্রিকেটারের ভারতের বিশ্বকাপের দলে হার্দিকের জায়গা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত জায়গা পান তিনি। সহ-অধিনায়কও করা হয়। কিন্তু বিশ্বকাপের পরে আর হার্দিকের নেতৃত্বে আস্থা রাখল না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজরি অধিনায়ক হলেও জাতীয় দলে সাধারণ ক্রিকেটার হিসাবেই খেলতে হবে তাঁকে।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমন গিলকে। সেই ভূমিকাতেও কি হার্দিকের কথা ভাবেননি নির্বাচকেরা? জবাবে আগরকর বলেন, তচোট সারিয়ে সবে ঋষভ পন্থ দলে এসেছে। ওর উপরে আমরা অতিরিক্ত চাপ দিতে চাইছি না। লোকেশ রাহুল দীর্ঘ দিন টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পায়নি। শুভমন তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটার। জিম্বাবোয়ে সিরিজও ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে। তাই ওর উপর ভরসা রাখা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা সিরিজরে দল থেকে সঞ্জু স্যামসন, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিষেক শর্মাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। আগরকর জানিয়েছেন, ১৫ জনের দল নির্বাচন করতে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। তিনি বলেন, সকলকে তো এক সিরিজে নেওয়া সম্ভব নয়। যে বাদ যাবে তারই খারাপ লাগবে। কিন্তু তাকে দেখতে হবে, যারা সুযোগ পেয়েছে তারা যোগ্য কি না। যেমন কোনও দোষ না থাকলেও বিশ্বকাপের দলে রিঙ্কু (সিংহ)-কে জায়গা দিতে পারিনি। তবে যারা জায়গা পাচ্ছে, তাদের ভাল খেলতে হবে। নইলে পিছনে আর এক জন তৈরি আছে।

রবীন্দ্র জাডেজাকেও শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি নির্বাচকদের ভাবনায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন আগরকর। টেস্ট সিরিজরে কথা মাথায় রেখে জাডেজাকে এই সিরিজ নেননি তাঁরা। আগরকর বলেন, জাডেজা ও অক্ষর (পটেল)-কে এই ছোট সিরিজ একসঙ্গে খেলানোর কোনও মানে নেই। এর পরে ১০টা টেস্ট খেলবে ভারত। সেখানে জাডেজা বড় ভূমিকা নেবে। ওর কথা নির্বাচকদের মাথায় আছে। ওকে বাদ দেওয়া হয়নি। টেস্টের কথা মাথায় রেখে এই সিরিজে নেওয়া হয়নি।

কলম্বোয় মুখোমুখি হলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে কেউ আলোচনার আগ্রহই দেখালো না

নিজস্ব প্রতিনিধি: কী ভাবে হবে আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি? ভারতীয় দল কি যাবে পাকিস্তানে? এমন নানা প্রশ্ন রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। কলম্বোয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) বার্ষিক সম্মেলনে দেখা হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তাদের মধ্যে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে কি বরফ গলল?

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) মধ্যে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। আইসিসি আপাতত পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিরাপত্তা নিয়ে আগের অবস্থানে অনড় থেকে বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠাতে নারাজ। আবার পিসিবি কর্তাদের দাবি, সব দেশ পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে রাজি থাকলে ভারতের সমস্যা কী? কোহলি, রোহিতদের যাতে বেশি সফর করতে না হয়, সে জন্য ভারতীয় দলের সব ম্যাচ লাহোরে আয়োজন করারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। গত এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে বাবর আজমেরা ভারতে এসেছিলেন। আইসিসি কর্তাদের এই যুক্তি দেখিয়ে চাপে রাখার চেষ্টা করছেন পাক কর্তারা। সব মিলিয়ে গত এশিয়া কাপের মতোই আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে কেন্দ্র করে ক্রমশ জটিল হচ্ছে উপমহাদেশের ক্রিকেট আবহ।

সমস্যা সমাধানের সূত্র বের

হতে পারে দু'দেশের ক্রিকেট কর্তাদের মুখোমুখি আলোচনায়। সম্প্রতি সেই সুযোগ তৈরি হয়েছিল শ্রীলঙ্কার রাজধানীতে। আইসিসির বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন দু'দেশের কর্তারা। আইসিসির এক কর্তা বলেছেন, "চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কী ভাবে হবে, তা আলোচ্যসূচিতে ছিল না। তাই এ ব্যাপারে কোনও আলোচনা হয়নি।" সম্মেলনের বাইরে ভারত-পাকিস্তানের কর্তারাও কি নিজেদের মধ্যে কথা বলেননি? বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি হিসাবে চার দিন কলম্বোয় থাকা কর্তা বলেছেন, "কোনও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে যাইনি আমরা। তাই দু'বোর্ডের কর্তাদের আলাদা ভাবে কথা বলার সূচি ছিল না। পিসিবি কর্তাদের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। সম্মেলনের বাইরে কথা বলার তেমন সুযোগও ছিল না। এখনও অনেক সময় আছে প্রতিযোগিতার আগে। তা ছাড়া এটা আইসিসির প্রতিযোগিতা। আইসিসি কর্তারা সামলাবেন। সরাসরি পিসিবি কর্তাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলার কিছু নেই।"

বিসিসিআই কর্তারা যেমন আগ্রহ দেখাননি, তেমন পিসিবির প্রতিনিধিদের তরফেও কোনও প্রস্তাব আসেনি। পাক কর্তারা আইসিসির কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছেন। বিসিসিআইকে দল পাঠানোর ব্যাপারে রাজি করানোর দায় চাপিয়ে দিয়েছেন। তবে আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে এখনও পর্যন্ত বরফ গলার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

এক মঞ্চে ২৩ ফুটবলার, পরের মরসুমের দলকে একসঙ্গে প্রকাশ্যে আনল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বড় একটি ঘরের এক দিকে মঞ্চ। উল্টো দিকে তিন তলার দিকে দু'ভাগ হয়ে উঠে গিয়েছে সিঁড়ি। দু'দিকের সেই সিঁড়ি দিয়েই একের পর এক নেমে আসছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা। নেপথ্যে তারস্বরে বাজছিল ক্লাবের গান। সোমবার এ ভাবেই দলের ২৩ জন ফুটবলারকে প্রকাশ্যে আনল ইমামি ইস্টবেঙ্গল।

জনসমক্ষে এই জিনিস হলে নিঃসন্দেহে হাততালির ঝড় উঠত। কিন্তু সোমবারের অনুষ্ঠান শুধু সাংবাদিকদের জন্য থাকায় তা হয়নি। তবে অতীতে কবে কোন দল এক মঞ্চে দলের এত জন ফুটবলারকে হাজির করেছে, তা মনে করা যাচ্ছে না।

প্রথমে নেমে এলেন গোলকিপারেরা। দু'দিক থেকে দেবজিৎ মজুমদার এবং প্রভসুখন গিল নামলেন। এর পর নামলেন ডিফেন্ডারেরা। তার পরে মিডফিল্ডার এবং ফরোয়ার্ডেরা। সেই তালিকায় মাদিহ তালাল, দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস, লালচুংনুঙ্গা, ক্লেটন সিলভা, নন্দকুমার, শৌভিক চক্রবর্তীরা ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ইস্টবেঙ্গলের দুই কর্তা আদিত্য আগরওয়াল এবং বিভাস আগরওয়াল ছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে কর্তা দেবব্রত (নীতু) সরকার এবং সচিব রূপক সাহা

ছিলেন। শুধু ফুটবলারেরা নন, সব কোচেরাও হাজির ছিলেন।

ইমামির কর্তা আদিত্য জানালেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন। এ বারের দল গঠন তারই প্রমাণ। আদিত্য বলেছেন, ২০২২ সালে ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী হওয়ার সময়েই শপথ নিয়েছিলাম ক্লাবের গৌরবময় দিন ফিরিয়ে আনব। সুপার কাপ জয় আমাদের দায়বদ্ধতা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফসল। এএফসি প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। লম্বা মরসুমের কথা মাথায় রেখে যত বেশি সম্ভব খেলোয়াড় দলে নিয়েছি আমরা।

দেবব্রত বলেন, এ বছর ভাল দল করার চেষ্টা করেছি। তবে সাফল্য কোচ এবং ফুটবলারদের উপরে নির্ভর করছে। সাফল্যের জন্য অনেক কিছু মেলবন্ধন দরকার। তবে যাঁরা রয়েছেন সবাই খুব সাহায্য করেন একে অপরকে। আশা করি সব যে ভাবে চলছে তাতে অতীতের গৌরবময় ইস্টবেঙ্গলকে আবার দেখা যাবে।

কুয়াদ্রাত বলেছেন, আমরা অতীতে খারাপ মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছি। এখন সমর্থকেরা আমাদের পাশে রয়েছেন। ক্লাব এবং ইমামি ভাল দল তৈরি করতে আমাকে সাহায্য করেছে। ইমামি আমার পছন্দের কোচেদের আনতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি ফুটবলারদের উপরে আস্থা রাখার জন্যে ক্লাবকে ধন্যবাদ।এর পরে গত মরসুমে অধিনায়ক ক্লেটন সিলভার পারফরম্যান্সের একটি ভিডিয়ো দেখানো হয়। সেটি শেষ হওয়ার পর উপস্থিত ফুটবলারেরা ক্লেটনের নামে জয়ধ্বনি দেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বড় লাফ ইংল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম টেস্টে ইনিংস এবং ১১৪ রানে জয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৪১ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। পর পর দু'টেস্টে জয়ের সুফল পেলেন বেন স্টোকসেরা। টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় এক লাফে তিন ধাপ এগোলেন তাঁরা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ইংল্যান্ড। সিরিজ শুরুর আগে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় সব শেষ নবম স্থানে ছিল ইংল্যান্ড। ক্রেগ ব্রেথওয়েটদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড উঠে এসেছে পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে। স্টোকসদের পয়েন্ট শতাংশ ৩১.২৫। অন্য দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নেমে গিয়েছে সকলের নিচে। ওয়েস্ট ইন্ডিজরে পয়েন্ট শতাংশ ২২.২২। এই দু'দেশের মাঝে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা (পয়েন্ট শতাংশ ২৫) এবং বাংলাদেশ (পয়েন্ট শতাংশ ২৫)।

তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। রোহিত শর্মাদের পয়েন্ট শতাংশ ৬৮.৫২। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট শতাংশ ৬২.৫০। তৃতীয় স্থানে রয়েছে নিউ জল্যান্ডি। তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৫০। চতুর্থ স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কারও পয়েন্ট শতাংশ ৫০। পঞ্চম স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। বাবর আজমদের পয়েন্ট শতাংশ ৩৬.৬৬।

বিয়ে করলেন অলরাউন্ডার দীপক হুডা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ন'বছর প্রেমপর্বের পর সাত পাকে বাঁধা পড়লেন দীপক হুডা। ভারতীয় দলের অলরাউন্ডার বিয়ে সেরেছেন প্রায় গোপনে। বিয়ের অনুষ্ঠানে দু'পরিবারের সদস্য এবং বর-কনের কয়েক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই শুধু উপস্থিত ছিলেন। এই মুহূর্তে ক্রিকেটীয় ব্যস্ততা না থাকায় শুভ কাজ সেরে নিলেন তিনি।

গত ১৫ জুন বিয়ে করেছেন দীপক। লখনউ সুপার জায়ান্টসের অলরাউন্ডার নিজেই সমাজমাধ্যমে সুখবর দিয়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে নিজের ছবি সমাজমাধ্যমে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেও জীবনসঙ্গীর নাম জানাননি ২৯ বছরের ক্রিকেটার। জীবনের নতুন ইনিংসের জন্য সকলের আশীর্বাদ চেয়েছেন দীপক। তিনি লিখেছেন, "দীর্ঘ ন'বছরের অপেক্ষা শেষ হল। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি কথা আমাদের এই সুন্দর দিন উপহার দিয়েছে। পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার গল্পগুলো শুধু আমাদের হৃদয় শুনতে পায়।"

আয়ারল্যান্ড সফরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শতরান করেছিলেন তিনি। যদিও বিশ্বকাপে বা তার পরে ভারতীয় দলে সুযোগ হয়নি তাঁর। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল দীপকের। আইপিএলে ভাল পারফরম্যান্সের সুবাদে সুযোগ

পেয়েছিলেন জাতীয় দলে। এখনও পর্যন্ত দেশের হয়ে ১০টি এক দিনের ম্যাচ এবং ২১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন দীপক। দু'ধরনের ক্রিকেটে করেছেন যথাক্রমে ১৫৩ এবং ৩৬৮ রান।

স্টার্ক-কামিন্সদের পকেটে আর সহজে ঢুকবে না রেকর্ড ২০-২৫ কোটি, আইপিএল নিলামের নিয়মে বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছর আইপিএলের ছোট নিলামে (মিনি অকশন) কেকেআর গুজরাত টাইটান্সকে টেক্কা দিয়ে রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় মিচেল স্টার্ককে কিনে নিয়েছিল। অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, টাকা কি সস্তা হয়ে গেল? আবার কেউ বলেছিলেন, আইপিএল যে ভাবে বিস্তৃত হচ্ছে, তাতে এটাই তো স্বাভাবিক। উচিত না অনুচিত, সেই তর্ক চলতে থাকবে। কিন্তু যেটা ঘটতে চলেছে, স্টার্কদের পকেটে এ বার থেকে আর এত সহজে ঢুকবে না ২০-২৫ কোটি টাকা। কারণ, আইপিএল নিলামের নিয়মে বদল আনছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

নিলামে নতুন যে নিয়ম আসতে চলেছে, তাতে বিশেষ কোনও ক্রিকেটারের জন্য লাগামছাড়া টাকা খরচ হচ্ছে, এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। আইপিএলের বড় নিলামে (মেগা অকশন) কোনও ক্রিকেটারের জন্য যে দর উঠবে, পরের দু'বছর ছোট নিলামে সেই ক্রিকেটার তার থেকে বেশি টাকা পাবেন না। সব কিছু ঠিকঠাক

থাকলে বিসিসিআই এই বছরের বড় নিলাম থেকেই এই নতুন নিয়ম চালু করবে।

প্যাট কামিন্সের উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। ২০২১ সালের বড় নিলামে কামিন্সকে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় নিয়েছিল কেকেআর। গত বছর ছোট নিলামে কামিন্সের দর উঠেছিল ২০ কোটি ৫০ লক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে কিনেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। অর্থাৎ প্রায় তিন গুণ বেশি টাকায় কামিন্সকে নেওয়া হয়েছিল। এ বার থেকে এই নিয়মে বদল আসছে। বড় নিলামে কোনও ক্রিকেটারের যে দর উঠবে, পরের ছোট নিলামে তার থেকে বেশি টাকা তিনি পাবেন না। অর্থাৎ, এই নিয়ম গত বছর থাকলে কামিন্স ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বেশি পেতেন না। তা হলে কি নিলামে ফ্র্যাঞ্চাইজগুলির মধ্যে টাকার লড়াই আর দেখতে পাওয়া যাবে না? বোর্ডের একটি সূত্র আনন্দবাজার অনলাইনকে জানালেন, "নিলামে দর বেশি উঠতেই পারে। ফ্র্যাঞ্চাইজগুলির মধ্যে টাকার লড়াই চলতেই পারে। কিন্তু ক্রিকেটারের পকেটে একটা নির্দিষ্ট টাকার বেশি যাবে না। দর কষাকষিতে যে বাড়তি টাকাটা উঠবে, সেটা কী ভাবে কোথায় যাবে,তা নিয়ে আলোচনা চলছে।"

নতুন নিয়মে ক্রিকেটারদের পকেটে হয়তো টান পড়বে, কিন্তু নিলামে ফ্র্যাঞ্চাইজগুলি বেশি টাকা খরচ করতে পারবে। এত দিন ফ্র্যাঞ্চাইজগুলি সর্বোচ্চ (স্যালারি ক্যাপ) ১০০ কোটি টাকা খরচ করতে পারত। সব ঠিক থাকলে এই অঙ্কটা বাড়িয়ে ১২০ কোটি টাকা করা হবে।

এই দু'টি নিয়ম মোটামুটি চূড়ান্ত হয়ে গেলেও 'রিটেনশন' নিয়মের ক্ষেত্রে বোর্ড এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারেনি। রিটেনশন, অর্থাৎ বড় নিলামের আগে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজ কত জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখতে পারবে, সেটা চূড়ান্ত হবে হয়তো এই মাসের শেষে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজরি ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলছে, আগের মতোই চার জন ক্রিকেটারকে রেখে দেওয়ার নিয়ম থাকুক। বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি চাইছে, এই সংখ্যাটা বাড়িয়ে ছয় বা সাত করা হোক। কেউ কেউ আট জনকে রেখে দেওয়ার পক্ষে। আবার এমন ফ্র্যাঞ্চাইজও আছে, যারা চাইছে, গোটা রিটেনশন পদ্ধতিটাই তুলে দেওয়া হোক। তারা চাইছে, বড় নিলামে সব দল শূন্য থেকে শুরু করুক।

জানা গেল, বোর্ড এই ব্যাপারে দয়িত্ব দিয়েছে সিইও হেমাঙ্গ আমিনকে। তিনি বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজরি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। কিন্তু রজার বিন্নী, জয় শাহেরা এই ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়মের ক্ষেত্রেও ফ্র্যাঞ্চাইজগুলি দ্বিমত। কোনও কোনও দল চাইছে এই নিয়ম তুলে দেওয়া হোক। কেউ এই নিয়ম রেখে দেওয়ার পক্ষে। তবে এই নিয়ম থাকবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেপথ্যে বড় ভূমিকা থাকবে সম্প্রচারকারী সংস্থার। জানা যাচ্ছে, তারা এই নিয়ম রাখার পক্ষে। ফলে বোর্ডও এই নিয়ম এখনই তুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে না। এই মাসের শেষে ফ্র্যাঞ্চাইজ মালিকদের সঙ্গে বোর্ডের বৈঠক হওয়ার কথা। তার পরেই জয় শাহেরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

'কোহলির থেকে অনেক কিছু শেখা' বলছেন বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি: দু'দেশের এখনকার দুই সেরা ক্রিকেটার বলা হয় তাঁদের। যখনই ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়, তখনই সকলের নজর থাকে বিরাট কোহলি ও বাবর আজমের দিকে। সেই বাবর মনে করেন, বিরাট না থাকলে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততেই পারত না। বিরাটের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন বলে জানিয়েছেন বাবর।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার এবি ডিভিলিয়ার্সের সঙ্গে একটি ইউটিউব ভিডিয়োয় বিরাটকে নিয়ে মুখ খুলেছেন বাবর। তিনি বলেন, বিরাট আমাদের প্রজন্মের কিংবদন্তি। ও যখনই মাঠে নামে একই রকমের আবেগ নিয়ে খেলে। নিজের শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও বিপক্ষের প্রতিটা উইকেট পড়ার পরে একই ভাবে উল্লাস করেছে। গোটা বিশ্বকাপে ওর ব্যাটে রান ছিল না।

কিন্তু নিয়তিতে যদি কিছু লেখা থাকে, সেটা ঘটবেই। বিরাট না থাকলে ভারত কোনও ভাবেই বিশ্বকাপ জিততে পারত না।

ফাইনালে রোহিত রান না পেলেও বিরাট পেয়েছে। ও না থাকলে ভারতের সমস্যা হত। তাই বিরাটের অভাব পূরণ করা খুব কঠিন।

এখন শুধুমাত্র আইসিসি প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হয় ভারত ও পাকিস্তান। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেক কথা হয় বলে জানিয়েছেন বাবর। তিনি বলেন, তবিরাটের সঙ্গে অনেক কথা হয়। ও সবসময় আমাকে সাহায্য করে। আমি ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। প্রতিদিন অনেক কিছু শিখি। মাঠে নেমে সেগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।

আগামী বছর পাকিস্তানের মাটিতে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সেখানে ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে রয়েছে। কিন্তু ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। পাকিস্তান অনেক চেষ্টা করছে যাতে প্রতিযোগিতা সে দেশেই হয়। ভারতের দাবি, পাকিস্তানের বদলে অন্য কোনও নিরপেক্ষ জায়গায় হোক প্রতিযোগিতা। যদিও এই বিষয়ে আইসিসি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**